লীলা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।
অধ্যাপক-নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ,
রতনগঞ্জ যশোর।

শ্রীশশিভূষণ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌;
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।

লীলা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লীলা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

অধ্যাপক-নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ,

রতনগঞ্জ যশোর।

শ্রীশশিভূষণ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

মেট্‌কাফ্ প্রেস্;

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

পাত্রগণ।

ধনপতি	...	বণিক।
রমানাথ	...	ঐ পুরোহিত।
মাধব	...	রসময়ের পুত্র।
ধনঞ্জয়	...	জমীদার।
রসময়	...	ধনপতির বন্ধু।

পাত্রীগণ।

লীলা	ধনপতির কন্যা।
বেলা	ধনপতির ভ্রাতুষ্পুত্রী।
নীরজবাসিনী	রসময়ের পত্নী।

পাহারাওয়ালাদ্বয়, কর্ম্মচারী, বাহকগণ ভৃত্যগণ প্রভৃতি।

লীলা।

প্রথম দৃশ্য।

ধনপতির বাটীর অন্তঃপুর সংলগ্ন কক্ষ।

সময় মধ্যাহ্ন।

(একখানি ছবি হাতে চিন্তিতভাবে ধনপতির প্রবেশ।)

ধ। তাইত! এযে একেবারেই মাথা খেয়ে বসেছে দেখছি। নাঃ—আর না। এ নইই বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ল। এর শিকড় এইখানেই মারতে হবে।

রামনাথের প্রবেশ।

রা। আমায় ডেকেছ কেন, বাবা?

ধ। এই যে খুড়ো, এয়েছ। বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেছে বাবা!

রা। সেকি! কি হয়েছে?

ধ। হয়েছে রীতিমতই। এই দেখ। (ছবি প্রদর্শন।)

রা। দেখি, দেখি, এযে ঠিক মাধবের চেহারা।

ধ। হাঁ, আমার মাঠাকরুণের এই কীর্ত্তি! তার পড়বার ঘরে দেখি খাতা চাপা এই ছবি। খাতায় নানাছন্দে মাধবের নামে আবল্ তাবল্ কত কি লিখেছে।। এখন বুঝেছ ব্যাপারটা!

রা। বুঝেছি বৈকি বাবা। শাস্ত্রেই আছে "ঘৃতকুম্ভ সমানারী—

ধ। আঃ আর জ্বালিও না খুড়ো থামো। দেখ, মেয়েটার মাথা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে তোমার ঐ মধো ছোঁড়া। ওঃ এত বিশ্বাস করতুম—তার এই প্রতিফল!

রা। বাবা, অতি বিশ্বাস কাউকে কর্ত্তে নেই। তারওপর তোমাদের আবার বড্ড বাড়াবাড়ি। মাতো আমার একেবারে মাধুকে জামাই করবার জন্য ক্ষেপে ছিলেন। আহা, অকালে তাঁর কাল না হলে, কবে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে যেতো!

ধ। দেখ খুড়ো মাধুর সম্বন্ধে আমার মতটা এখন বদলে গেছে। ওর বাপটা তো লক্ষ্মীছাড়া। ওঘরে আমি মেয়ে দেব না। ঈশ্বরের কৃপায় একটি বড় সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছি।

রা। বটে বটে! পাত্রটি কি রকম?

ধ। সকল রকমেই মনের মত। পাত্র সোণাপুরের জমীদার। বাপ মা নেই, নিজেই কর্ত্তা। কলকাতাতেই প্রায় থাকে। লীলাকে বিয়ে করে বরাবর আমার কাছেই রাখতে রাজী। আর চাই কি? রূপে গুণে, ধনে মানে—সকল দিকেই ভাল। এখন দেখছি লীলার সঙ্গে মাধুর এতটা ঘনিষ্টতা হতে দেওয়া ভাল হয় নি। আহা, আগে যদি এমন পাত্র পেতুম!

রা। পাত্র তো একশো এক এসেছিল বাবা,—তোমরাই রাজী হতে না।

ধ। তারা যে কেউ লীলাকে আমার কাছে রাখতে চাইলে না। ওকে ছেড়ে আমি যে থাকতে পারবো না খুড়ো। সেই জন্যেই তো মধোটাকে ঘর জামায়ে করে রাখব মনে করেছিলুম। কিন্তু এই এতদিনে যেমনটি চাই ঠিক তেমনিটি পেয়েছি। কাজেই এখন আর মাধুকে

আস্কারা দেওয়া ঠিক নয়। ওকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিতে হচ্ছে।

খু। তা তো হচ্ছেই। কিন্তু তোমার বিষয় কর্ম্ম সবি যে ওর হাতে।

ধ। সে জন্যে ভাবি না খুড়ো, সে এক রকম চালিয়ে নেব। কিন্তু ভাবনা ঐ মেয়েটার জন্য। যাক্, ছেলেমানুষ মন বদলাতে কতক্ষণ। আপাততঃ ঐ মাধুকে বিদেয় করা চাই। কিন্তু সেটা আমার দ্বারা হবে না। হাজার হোক্ ছেলের মতন এতদিন মানুষ করেছি—তা তুমিই যো সো করে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে বিদেয় কর। অর্থকষ্ট ওর যাতে না হয়, সেটা অবশ্য আমি দেখব। বুঝেছ।

রা। এ আর বেশী কথা কি? ছবিখানা আমার কাছে দাওতো। আমি এখনি ওকে তিন তাড়ায় তাড়িয়ে দিচ্ছি।

ধ। হাঁ তাই করো। (ছবি দিয়া) আজি যেন ওর সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়ে চলে যায়। এর পর তখন সব চুকে বুকে গেলে, দেখা যাবে। আমি নফ্‌রাকে বল্‌ছি, মাধুকে তোমার কাছে এখুনি ডেকে দিচ্ছে।

[প্রস্থান।

রা। একেলে বাবুদের সব বিলিতী ঢং। ছেলেবেলা থেকেই দুজনে খুব মেলামেশাই করেছে। তা করেছে করেছে। তারপর ক্রমে যখন বড় হয়ে উঠ্‌লো, তখন হয় বিয়ে দে, নয় দুটোকে আলাদা কর। বৌমা বেঁচে থাকলে এতদিন কবে বিয়ে থা হয়ে যেত। এঁর কিন্তু সেদিকে নজর নেই। কথা পাড়্‌লেই বলেন বাল্যবিবাহ ভাল নয়। তারপর, এখন? তাই না হয় বাপু মেয়েটাকেই শাসনে রাখ। তা নয় মেয়ে হয়েছেন মেম সাহেব। আবার মাষ্টার রেখে নানান্ বিদ্যে শেখান হচ্ছে। লীলাবতী যেন দ্বিতীয় লীলাবতী, চৌষট্টি কলায়

কলাবতী। ওরে বাপু, স্ত্রীশিক্ষার অত বাড়াবাড়ি কেন? তাই না হয় একটু আধটু ইংরাজি বাংলা শিখিয়েই ক্ষান্ত দে। তা নয়:—আবার চিত্তির বিদ্যে গীত বাদ্যি নেত্যকেত্য—সব শেখা চাই। আর আমাদের মাধু হয়েছেন এই সবের ওস্তাদ। এখন আর বাপ মানবে কেন? আবার এদিকে ক্ষুদে বেলাঠাকুরুণও তৈরি হয়ে উঠছে। যাকৃগে আমার কি? বড়লোকের বড় খেয়াল। গরীবের কথাতো কানে তুলবেন না। এইবার হঠাৎ হুঁস হলো। একেবারে কড়া হুকুম। এতদিন যে মাধুকে মাথায় করে নাচন—এখন আবার সেই মাধুকেই কাদায় ফেলে ঠাসন। ঐ:যে আসছে।

মাধবের প্রবেশ।

মা। কি দাদা মশাই, হঠাৎ এমন জোর তলব কেন?

রা। আছে, বিশেষ কথা আছে।

মা। বলুন।

রা। দেখ মাধব, কর্ত্তা তোমায় হাতে ধরে কাজ কর্ম্ম শিখিয়েছেন তা জান।

মা। আজ্ঞে, সে কথা আমার চেয়ে বেশী কে জানবে?

রা। বেশ, তা হলে তাঁর কাছে থেকেই যে মানুষ হলে একথা স্বীকার কর?

মা। আজ্ঞে না।

রা। সে কি! তুমি তো বড় অকৃতজ্ঞ হে! তোমার বাপতো তোমার সবি কর্‌লেন কর্ত্তার হাতে ফেলেদিয়ে নিশ্চিন্দি। তারপর, তোমায় মানুষ করলে কে?

মা। মানুষ আবার করবে কে? ভগবানি মানুষ করে সংসারে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রা। তোমার মাথা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছিঃ এমন কৃতঘ্নও হতে হয়, কর্ত্তা তোমার এত করলেন আর তুমি কিনা তাঁরি সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছ ?

মা। আজ্ঞে না—আমি বরং তাঁর কারবারে তিনগুণ লাভ দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। খাতা পত্তর সব দেখুন।

রা। দেখবো তোমার মাথা।

মা। আজ্ঞে সেটা তো দেখছেনি।

রা। হতভাগা, আবার মুখের উপর জবাব।

মা। যে আজ্ঞে, তা হলে আর জবাব দেব না।

রা। (ছবি সম্মুখে ধরিয়া) এটা কি ?—কথা কও, উত্তর দেও কাঠ হয়ে এখন দাঁড়িয়ে থাকলে চলছে না।

মা। এই যে জবাব দিতে বারণ করলেন !

রা। তোমার মাথা করলুম ! আমার সঙ্গে ন্যাকামী। উত্তর বলছি।

মা। তা হলে জবাব দেওয়াই বারণ—উত্তর দিতে পারি।

রা। ন্যাকাম রাখ। বল এটা কি ?

মা। ওটা একটা ছবি।

রা। ছবি যে তা আমিও দেখছি। কার ছবি ?

মা। আমার মতই তো বোধ হচ্ছে।

রা। বোধ হচ্ছে তোমার মাথা।

মা। ঠিক বলেছেন। ঠিক আমার মাথার মতই তো বোধ হচ্ছে।

রা। আবার ন্যাকাম। এটা লীলা এঁকেছিল। তার খাতার মধ্যে পাওয়া গেছে।

মা। বলেন কি! লীলা তো তাহলে খাসা আঁকতে পারে।

রা। তোমার মাথা আঁকতে পারে।

মা। পারেই তো দেখছি।

রা। এত জিনিস্ থাকতে তোমার এই বাঁদরের মত চেহারাটাই বা আঁকতে গেল কেন?

মা। দেখুন দাদা মশাই, আমার এই চেহারাটাত নেহাত নিন্দের নয়।

রা। তোমার মাথা; কেন আঁকলে তাই বল।

মা। আমার মাথা কেন আঁকলে তা আমি কেমন করে বলবো। যে আঁকলে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন?

রা। জিজ্ঞাসা আবার কি? এত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

মা। যাচ্ছে না কি? তবে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

রা। তুমি তার মাথা খেয়েছ, হতভাগা।

মা। রাম, রাম! কি যে বলেন! মানুষের মাথা কি [illegible]র জিনিষ [illegible]? আমি কি রাক্ষস?

রা। তুমি রাক্ষসেরও অধম। কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ, পিশাচ, নেমক-হারাম—

মা। আহা, অমন সব গালভরা সংস্কৃত উপাধিগুলি থাকতে আবার ঐ উর্দ্দু শব্দটা প্রয়োগ করলেন কেন? বামুন পণ্ডিতের মুখে ঐ সব পলাণ্ডু সুবাসিত শব্দ কি মানায়? আবার আলঙ্কারিকেরাও তো দোষ ধরতে পারেন।

রা। তোমার মাথা পারেন। আবার জ্যাঠামো! মা মরা মেয়েটা বাড়ীতে একলা থাকে—সুযোগ বুঝে তাকে ভোলাবার চেষ্টা হচ্ছে! গর্দ্দভ, মনে করেছ কর্ত্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমায় সমুস্ত বিষয়

সম্পত্তি লিখে দেবেন! এই যে দেবেন, এখনি ঘাড় ধরে বার করে দেবেন। তার চেয়ে এইবেলা মানে মানে বিদেয় নেও।

মা। দেখুন পুরুৎ ঠাকুর, এ পর্য্যন্ত যখন যা নিয়েছি তা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছি; আজ যদি বিদায়ি নিতে হয়, তো তাও তাঁর কাছ থেকেই নেব।

রা। আর আমার কথাটা বুঝি কিছুই নয়?

মা। আজ্ঞে আপনি ব্রাহ্মণ আপনার কথা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য তবু আজ এই ষোল বৎসর যিনি ছেলের মতন করেই পালন করেছেন তাঁর কথাটাও—(সহসা ধনপতির প্রবেশ।)

ধ। বেশ মাধব, আমার কথাটাও তবে শুনে যাও। আপাততঃ তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই। আজি তুমি তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে চলে যাবে। আমি এক কথা দুইবার কখন বলি না বুঝেছ।

প্রস্থান।

রা। কেমন এইবার বুঝেছ?

মা। হাঁ দাদা মশাই, এইবার বুঝেছি। আপনার এত কথায় যা পরিষ্কার হয় নি, তা কর্ত্তার এক কথাতেই বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

রা। বাঁচা গেছে। তা হলে আমারো পরিত্রাণ। প্রস্থান।

মা। তাইত! তা হলে সোণাপুরের জমিদারের কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

অন্তঃপুরের দিক হইতে হাসিতে হাসিতে লীলার প্রবেশ।

লী। (হাততালি দিয়া) বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে, চমৎকার হয়েছে।

মা। ভারি আহ্লাদ যে দেখছি।

লী। পাশের ঘর থেকে আমি সব শুনেছি।

মা। তাই বুঝি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছ।

লী। আমি ত বাপের সবে ধন নীলমনি একটি মেয়ে। আহ্লাদে আটখানা তো চব্বিশ ঘন্টাই আছি। তারপর এখন আবার আট আটে চৌষট্টি খানা হয়ে পড়েছি।

মা। বটে! কর্ত্তা আমায় তাড়িয়ে দিলেন বলে তোমার এত আমোদ?

লী। শুধুই বুঝি তাড়িয়ে দিলেন?

মা। আর পুরুৎ ঠাকুরের মারফৎ কিছু গালাগালও দিলেন। তোমার যদি কিছু খেদ থাকে, তুমিও না হয় কিছু দাও—নিয়ে বিদেয় হই।

লী। শুধু তাই নিয়ে গেলেই তো হবে না। বাবার হুকুম—তোমার যা কিছু আছে সমস্তই নিয়ে যেতে হবে।

মা। কি আর আমার "যা কিছু" আছে? যাই একটা মুটে ডেকে নিয়ে আসি?

লী। সে কি! পাল্‌কি ডাকবে না?

মা। কেন? পাল্কী কি হবে?

লী। বাঃ আমি বুঝি তবে ঝাঁকা মুটের মাথায় যাব?

মা। তুমি যাবে! বল কি?

লী। আরে, নয়ত কি?

গীত।

মা। অ্যাঁ! তাই নাকি, আরে তাই নাকি?

লী। নয় ত কি, ওগো, নয় ত কি।

মা। (তবে) তুমিই আমার 'যা কিছু' আর তুমিই আমার সর্ব্বস্ব

লী। সুতরাং যেতে হলে বেঁধে গলে নিয়েই যাবে অবশ্য।

মা। ওহো তাও তো বটে।

লী। বুদ্ধি ঘটে এই টুকুও হয় না কি—
হয় নাকি, ওগো হয় না কি?

মা। তবে তো তার করতে হবে বেলাবেলি আয়োজন।

লী। তার জন্মে নাইক তোমার ভাবার কোন প্রয়োজন—
ইঙ্গিতে সব সাঙ্গ হবে রবে না কিছুই বাকি।

মা। তাই না কি, ওগো তাই না কি?
কিন্তু, কোঁৎকা হাতে হোঁৎকা জোড়া খাড়া দ্বারে দ্বারবান,
যদি তারা দিয়ে তাড়া তেড়ে ধরে দুটি কাণ?—

লী। তার উপায় আমার দায় তোমার তাতে ভয়টা কি?
ওগো তার তরে আর ভাবনা কি।

মা। তাই না কি, ওগো তাই না কি?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান।

সময়—সন্ধ্যা।

(ধনপতি ও ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধন। বাবাজীর তাহলে দেখছি প্রায় সকল সময় কলকাতাতেই থাকতে হয়।

ধনঞ্জ। আজ্ঞে কলকাতায় কাজকর্ম—বুঝলেন কি, না—নিজে না দেখলে চলে না।

ধন। এতো খুব ভাল কথা। খাঁটি বিষয়ী লোকের মতই কথা। তা আমি বলছিলাম কি—শুভ কর্ম্মটি নির্ব্বাহ হয়ে গেলে আর পৃথক ব্যবস্থার দরকার কি? ও বাড়ীটা ভাড়া দিলে অনেক আয় হবে। আমার এখানে বিস্তর স্থান বৃথা পড়ে রয়েছে—এই খানেই একত্র থাকার বন্দোবস্ত করা যাবে এখন। কেমন?

ধনঞ্জ। সে ত খুব ভালই হবে।

ধন। বেশ, বেশ! আমিও তাহলে একজন সঙ্গী পাব। আমার একটী বড় ভাল কাজের লোক ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাকে বিদায় দিতে হয়েছে। আমিও বুড় হয়ে পড়েছি। ভাবছি—কাজ কর্ম্মের কি হবে।

ধনঞ্জ। হাঃ। আপনিও যেমন! কার জন্যে কি আটকায়? এই বুঝলেন কি না—এই যে আমার এত বড় জমীদারী—বাবা মরে গেলেন—তাই বলে কি সব অচল হয়ে গেল? কলের গাড়ীর মত বুঝলেন কিনা—গড়্ গড়্ করে চলে যাচ্ছে।

ধন। তা বুঝেছি বাবা। তুমি খাসা ছেলে। বিষয় বুদ্ধি বেশ তা। আমি এক আঁচড়েই বেশ লোক চিনতে পারি।

ধনঞ্জ। আজ্ঞে—তা আজ্ঞে—যা বলেন—নিজগুণে যা বলেন। তা তাহলে শুভ কর্ম্মটা—বুঝলেন কি না—

ধন। ঠিক, ঠিক, আর দেরি না। কাল রাত্রি ১১টায় একটা লগ্ন আছে। বিবাহটা দিয়ে ফেলা যাক্। মেয়েও বড় হয়েছে।

ধনঞ্জ। আজ্ঞে তা বটেইত। শাস্ত্রেও আছে—বুঝলেন কি না—
"অত ঊর্দ্ধে কন্যকা প্রোক্তাং।"

ধন। বাবাজীর শাস্ত্রও দেখা আছে দেখছি।

ধনঞ্জ। আজ্ঞে, সময়ের সদ্ব্যবহার চাইতো—বুঝলেন কি না—
"অশনে ব্যসনে চৈবং।"

ধন। ভাল, ভাল। আমার আর ও পাঠটা হল না। ছেলেবেল থেকে এই-টাকা আনা পাইয়ের হিসাবেই জীবনটা কেটে গেল।

ধনঞ্জয়। সকলের ভাগ্যে—বুঝলেন কিনা—সব সুযোগ হয়ে ওঠে না—"ভাগ্যং ফলন্তি সর্ব্বত্রং।

ধন। তা বটে। যাক্ এখন তোমার পাকা কথা পাওয়া গেল। এবার এদিককার উদ্যোগ কর্ত্তে হবে। বড়ই তাড়াতাড়ি হচ্ছে—কি করা যায়—এদিকে আবার মাস পাঁচেকের মধ্যে আর দিন নেই।

ধনঞ্জ। উদ্যোগের জন্যে বুঝলেন কিনা—কোন ভাবনা নেই। লোকজন সব কি করতে আছে? এই বুঝলেন কি না—তুড়ি মারব আর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বেলার প্রবেশ।

বেলা। জ্যাঠামশাই, দেওয়ান কাকা আপনাকে খুঁজছেন।

ধন। চল মা যাই। বাবাজী কি তাহলে বাগানেই একটু বেড়াবে?

ধনঞ্জ। আজ্ঞে চমৎকার জায়গা—বুঝলেন কিনা—একটু—

ধন। তাহলে আমি এখনি আসছি। [বেলার সহিত প্রস্থান।

ধনঞ্জ। বুড়োর অগাধ টাকা—মজা করা যাবে। এখন একবার রমণী-রত্নটীকে যদি দেখতে পাওয়া যায়।—

[চারিদিকে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

(বেলার পুনঃ প্রবেশ।)

গীত।

বেলা। ওমা, এ কেমন তর সং!
ঘাকার মতো চাউনি যেন ন্যাকার মতো ঢং।

হাতীর মতো গোদা হাঁদা, বুদ্ধিতেও বেহদ্দ গাধা,
মুখখানিতে পেঁচার ছাঁদা, ভূতের মতো রং।
তুল্ তুলে আহ্লাদে পুতুল কেমন অবড় জং।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। এই, অমন লাফালাফি চেঁচামেচি করছিস্ কেন? তোর কি একটুও লজ্জা নেই?

বে। বা রে! নৃত্যগীত হল চৌষট্টি কলা বিদ্যার সেরা বিদ্যা—
তারি কর্‌ছি চর্চ্চা—
আর দিদি কি না বল্‌লেন এসে আমার নাইক একটুও লজ্জা।

লী। তা এমন সময়ে বিদ্যের চর্চ্চা কেন?

বে। আহ্লাদের ঠেলায়—দিদি—আহ্লাদের ঠেলায়।

লী। দেখ, তোর আহ্লাদ একটু বন্ধ কর্। শুনছি কে একজন লোক এসেছে।

বে। তুমি ত শুধুই শুনেছ দিদি, আমি যে দেখেছি—সদয় বিধি—পোড়া নয়নে সে পোড়া নিধি।

লীলা। সত্যি নাকি? কেমন দেখলি বল্ তো।

বে। তবে শুনু—(সুর করিয়া) মরি রূপের কি বাহার।

লী। চুপ্।

বে। বারে—মুখ না খুলতেই বাধা।

লী। সোজা কথা বলতে পারিস না।

বে। সে যে বাঁকা রূপ সোজা কথায় মানাবে কেন?

গীত।

সেরূপ ব্যাখানে, কবিতা বা গানে
বড়ই মানাবে সই
সু-তার কলায় মানায় কি আর
না হলে যোড়া দই ?

লী। দেখ্, তোর বড় বদ্ অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

বে। দোহাই দিদি ভাই, তোমার মাধুদার দোহাই, একটু রূপকীর্ত্তন গাই।

লী। তোর যা খুসী তাই কর।

গীত।

আহা মরি রূপের কি বাহার !
ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলে টেঁরি চমৎকার।
বাবরি কাটা চুলটী ছাঁটা, গোঁপজোড়াটী জোড়া ঝাঁটা,
ফ্রেঞ্চ ফেচাং দাড়ীকাটা, ভুঁড়ি জালাকার।

লী। চুপ্ চুপ্ ঐ বুঝি তোর ভুঁড়ি আস্‌ছে।

বে। দুত্তোর—বেতালা মিন্সে—অসময়ে এসে রসভঙ্গ করে দিলে।

লী। বাবার পছন্দ তো মন্দ নয় !

বে। ওযে দ্বন্দ্ব সমাস—টাকা চেতি ঘরজামাইশ্চৈব। একাধারে দুটী বড়ই দুর্ল্লভ। দেখ্ দিদি লোকটাকে একটু জ্বালাতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। কি বলিস্ ?

লী। আচ্ছা রাজী। ওটাকে নাকাল করে তাড়াতেই হবে।

ধনঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ।

বে। এই, কে তুমি ?

ধ। অ্যাঁ—এই যে—আমি।

লী। তুমি!—তা এখানে কেন? তত্ত্ব টত্ত্ব যদি কিছু নিয়ে এসে থাক, তো ভেতর বাড়ীতে ঝিদের কাছে যাও। বামন দিদি দেখে শুনে নেবেন এখন।

ধ। তত্ত্ব আনিনি।

বে। তবে কি পত্র এনেছ?

লী। বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি। যাও বার বাড়ীতে বোধ হয় তিনি আছেন; দরওয়ানদের কাছে যাও।

ধ। দরওয়ানদের কাছে যাব কেন? তোমাদের কাছেই বুঝলে কিনা—এসেছি।

বে। আমাদের কাছে!

লী। ওঃ তবে বুঝি তুমি সরলাদের বাড়ী থেকে এসেছ? তাদের সেই বুড়ো রামদীন বেয়ারা গেল কোথায়? তোমাকে তো কৈ কখন দেখিনি। তুমি কবে থেকে আছ?

ধ। অ্যাঁ! বলে কি?

বে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? জবাব দাও না।

লী। একেবারে নতুন—নেহাৎ আনাড়ী—দাও কি চিঠি এনেছ দেখি।

ধ। চিঠি ফিটি আনি নি। আমি ধনঞ্জয়।

লী। ধনঞ্জয় কি ভীম সেন সে খোঁজে আমাদের দরকার কি? সরলা কি বলে পাঠিয়েছে তাই বল।

বে। নিমন্ত্রণ করেছে বুঝি? তা এমনি গাড়লকে পাঠিয়েছে যে একটা কথাও গুছিয়ে বলতে পারে না।

লী। সরলাকে বারণ করতে হবে যেন এমন হাবা কালাকে আবার না পাঠায়।

ধ। সরলা করল' জানি না আমি ধনঞ্জয় বাবু।

বে। ওদিদি—কি বলে শোন্। 'বাবু' বুঝি আবার একটা পদবী।

লী। তাইতো! কৈবর্ত্ত হলে ত বলে দাস—সদ্গোপরা বলে ঘোষ। ধাড়া—জানা—হাতী—বাগ—এ সব পদবী শুনেছি, কিন্তু বাবু তো কখনো শুনিনি।

বে। তা তোমাদের জল আচরণীয় তো?

ধ। বাবা! এ কারা?

বে। বাগ্দী, টাগ্দী নয় তো। কথা কয় না কেন?

ধ। আমি ধনঞ্জয় দত্ত।

লী। সোণার বেণে?

ধ। না, কায়স্থ।

বে। দাস দত্ত? তাই বলো।

লী। আহা, কায়েতের ছেলের এমন কপাল পুড়েছে—সরলাদের বেয়ারা হতে হয়েছে।

ধ। আঃ! আমার সঙ্গে যে বুঝলে কিনা—তোমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে। কেন—তুমি কি বুঝলে কিনা—এই সোণাপুরের জমীদারের কথা শোননি?

লী। কৈ না সোণাপুরের সঙ্গে তো আমাদের কোন সম্বন্ধই নেই।

ধ। নেই কিন্তু হবে—বুঝলে কি না—

বে। এই এতক্ষণে ঠিক বুঝলুম।

লী। কি বুঝ্লি বল্ দেখি।

বে। এই আমাদের যে বুন্দী ঝি আছে—বুঝলুম কি না—তার যে

এক মেনকী বলে মেয়ে আছে—বুঝলুম কি না—তারি সঙ্গে এই সোণাপুরের জমীদারের বুঝলুম কিনা—খানসামাটার বুঝলুম কিনা—সম্বন্ধ হয়েছে—বুঝলুম কি না।

লী। আরে—তাই নাকি ?

ধ। আঃ! তোমরা তো ভারি ইয়ে দেখছি—

লী। যা বেশি ঝি বুড়িকে ডেকে দিগে যা।

ধ: আঃ। আমিই যে জমীদার। তোমরা বুঝলে কি না—আমার বড্ড অপমান করছ—বুঝলে কি না। আমার সঙ্গে এই—বুঝলে কি না—তোমারি বিয়ে বুঝলে কি না।

লী। ওমা! তাইত! (বিস্ময়ের ভান করিয়া মাথায় কাপড় দিয়া সরিয়া গেল।)

বে। কি ঘেন্না ছিছিছি!—কি বলতে কি বলে ফেলেছি।

ধ। যাক্, আমি—বুঝলে কি না—তোমাদের ওপর রাগ করি নি। আমি রাগ করলে—বুঝলে কিনা—আমার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না।

বে। ও দিদি আয় আমরা তাহলে বসে পড়ি।

লী। না—না—আয় আমরা চলে যাই। মিছে বিরক্ত করিস নি।

ধ। তা হবে না। এতক্ষণ—বুঝলে কি না—কথা কয়ে এখন চলে যেতে পাবে না—দেখ লীলা তোমার এই বদনচন্দ্রিমা দর্শন করে—বুঝলে কিনা—আমার এই চকোর লোচন এই বুঝলে কি না—বড়ই পিপাসার্ত্ত হয়েছে।

বে। তবে যাই দিদি, এই ঝিকে দিয়ে—এই বুঝলে কিনা—এই একটু জল পাঠিয়ে দি।

ধ। না—না এ পিপাসা—বুঝলে কিনা—জলে মিটবার নয়।

বে। তবে কি আগুন চাই?

ধ। আগুন—হাঁ হাঁ—প্রেমের আগুন প্রেমাগ্নিতে—বুঝলে কিনা—আমার হৃদয় দাবানল ভস্মীভূত।

বে। একেবারে পুড়ে ছাই! ঘরে দোরে লাগেনিত?

ধ। আর ঘর দোর—যথারণ্যং তথা গৃহং।

লী। তাইত কি দুঃখ!

ধ। দুঃখ!—লীলা লীলা দুঃখ যে কত—বুঝলে কিনা—তা বুঝাবার মত ভাষা নেই।

বে। আর বুঝবার মত—বুঝলেন কিনা—তেমন চাষাও নেই।

ধ। আমার হৃদয়ের ব্যথা তুমি কি বুঝবে লীলা?

বে। ওসব দিদি বুঝবে কোথা থেকে? বক্ষ শূল বড় বদ্ ব্যারাম। ডাক্তার কবিরাজের কাছে যান। এখানে কিছু হবে না।

লী। ওঁরা ঠিক ব্যবস্থাই দেবেন।

ধ। ডাক্তার কবিরাজ বুঝলে কিনা—এর আর কি করবে?

বে। ওঃ একেবারে তাহলে অসাধ্য হয়ে পড়েছে বলুন।

লী। সময় থাকতে দেখাতে হয়।

ধ। না—না, এর চিকিৎসা—বুঝলে কিনা—এই তোমারি হাতে।

বে। ঝি চাকরদের অসুখ বিসুখ হলে দিদি নগেন সেনের কবিরাজী শিক্ষা দেখে দুটো একটা ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। এই এত বড় ব্যারামে—বুঝলেন কিনা—ও কিছু করতে পারবে না।

ধ। না—না—লীলা, তুমি আমায়—বুঝলে কি না—একেবারে নৈরাশ্য করো না।

বে। হবে না দিদি—একেবারে নাছোড় বান্দা; তুমি একটু দাঁড়াও; আমি মধু আর বংশলোচনের সন্ধান করি। [প্রস্থান।

ধ। শোন লীলা; এক এক সময়—বুঝলে কিনা—সব যেন শূন্যময় মনে হয়। বিরহবৈদগ্ধ জীবন বুঝলে কিনা একেবারে—এই তুষার হয়ে ওঠে। তখন সন্ধ্যে বেলায়—বুঝলে কিনা—নির্জ্জনে নিরালায়—উপর তলায় জানালায় বসে—বুঝলে কিনা—এক দেষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। তার পর—বুঝলে কিনা—একে একে তারকা মণ্ডলি—বুঝলে কিনা—এই কুসুম করকার মত ফুটতে থাকে। তার পর—বুঝলে কিনা—এই চন্দ্রিমার উদয়—মরি মরি তার সেই হাসি সেই—বুঝলে কিনা—তার সেই কি জানি কেমন হাসিটি দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে আমি একেবারে—বুঝলে কিনা—আত্মহারা হয়ে যাই। তার পর এই—বুঝলে কিনা—

লী। থাক্। বেশ বুঝতে পেরেছি—হৃদ্‌রোগ নয়—মাথারি ব্যারাম। একটু মধ্যম নারায়ণ—কি বিষ্ণুতৈল দিন দুতিক মাখলেই সেরে যাবে।

দ্রুত বেলার প্রবেশ।

বে। ওগো বাবুজী সরে পড়ুন সরে পড়ুন।

ধ। কেন, কেন?

বে। কেন আর কি? মধু আর বংশলোচন আর আনতে হল না—রোগের রোজা নিজেই আসছেন।

ধ। সে কি!

বে। ঐ দেখুন বংশ হাতে মাধুসিং।

লী। সর্ব্বনাশ! পালান! পালান!

ধ। কেন? পালাব কেন আমি যে—বুঝলে কিনা—আমি যে—

বে। ও আমাদের সর্দ্দার লেঠেল; আমি যে তুমি যে কিছু বুঝবে না। এখানে মশাইকে দেখলেই এমনি বাঁশবাজী আরম্ভ করবে যে একটা হাড়ও আর আস্ত থাকবে না।

ধ। অ্যা! বলকি!

লী। কেন অপমান হবেন, পালান।

বে। দৌড় দৌড়—এখনও সময় আছে। ঐ এসে পড়ল—

ধ। ও বাবা! তাইত!— [দ্রুত প্রস্থান।

বে। দেখ্‌লি দিদি—তোর জমীদার কেমন জবরদস্ত।

লী। আমার জমীদার ঐ আসছে—ও তোর ভুঁড়ীদার।

ছদ্মবেশে মাধবের প্রবেশ।

মা। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজে বাগানে বেড়ান হচ্ছে।

বে। বেড়ান নয় বাঁদর তাড়ান হচ্ছে।

লী। বেশ মানিয়েছে কিন্তু তোমায়।

মা। কি করব—মাধবের প্রবেশ নিষেধ, কাজেই মাধু সর্দ্দার হতে হয়েছে।

লী। সোণাপুরের জমীদারের সঙ্গে আলাপ হল। নাচাতে পারলে নাচবে ভাল।

মা। তা তো নাচবে। এখন আমায় কি করতে হবে তাই বলো।

বে। বেশ লোক তো। কাল বিয়ে—আর মশাই নিশ্চিন্ত। এত বড় একটা ব্যাপার বাড়ীতে আর এখনো উদ্যোগ পর্ব্বই আরম্ভ হল না।

লী। দেখ, আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।

মা। কি রকম?

লী। দ্বাপরের মাধব শিশুপাল ঠকিয়ে রুক্মিনীহরণ করেছিলেন—

বে। আর কলির মাধব পশুপাল ঠেঁগিয়ে লীলাহরণ করতে পারবেন না।

মা। খুব পারবেন।

লী। তবে চল সেই পরামর্শ করা যাক্ গে।

বে। হাঁ, এখানে আবার জ্যেঠামশাই এসে পড়তে পারেন। তোমরা যাও। আমি এই জাম্বুবানটিকে বাগান ছাড়া করে আসি।

[মাধব ও লীলার প্রস্থান।

আরে ঐ যে আবার এই দিকেই ফিরে আসছে। বাহবা! কি চমৎকার চেহারা খুলেছে

কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রে বিশৃঙ্খল বেশে ধনঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ।

ধ। বাপ্ কি নাকাল্! এখন কোন দিকে যাই। অ্যাঁ! ওকে?

বে। চিনতে পারছেন না। আমি লীলার বোন বেলা।

ধ। সেই—সেই লোকটা—

বে। সে চলে গেছে। ভয় নেই। আপনার এমন দশা হল কেমন করে?

ধ। আর বল কেন—হোঁচট খেয়ে—বুঝলে কিনা—

বে। খুব বুঝেছি। খানায় একেবারে পপাত। নাকমুখ ছেঁচে রক্ত পড়ছে যে—আহা হা—

ধ। খানার মধ্যে—বুঝ্‌লে কিনা—কতকগুলো কুঁচি ছিল—

বে। তাইত হয়ে আর এক বিপদ হলো।

ধ। অ্যাঁ! আবার কি হল?

বে। কাল বিয়ে—আর আজ আপনার মুখে ক্ষত হল। পুরুৎঠাকুর তো আপনার বিয়ে হতে দেবেন না।

ধ। তাহলে তো—বুঝলে কিনা—বিয়ে তো বন্ধ হয়ে যায়।

বে। দিদির বিয়ে কাল কিছুতেই বন্ধ হবে না।

ধ। সেকি!

বে। তাঁর যে আর একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে।

ধ। তাহলে উপায়!

বে। উপায় আছে। আপনি মুখস্ পরে বিয়ে করতে পারেন?

ধ। সে কেমন হবে?

বে। সে যেমন হয় আপনাকে পরে লিখে জানাব। আপাততঃ ও মুখ আর কাউকে দেখাবেন না। আসুন আপনাকে বাগান পার করে দি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রসময়ের কক্ষ—সময় পরদিন প্রভাত।

রসময়ের গীত।

কি মজা! কি মজা! আমি হয়েছি রাজা।
ব্রহ্মাণ্ড রাজত্ব আমার দুনিয়া ভর প্রজা।
বেঙ্গলব্যাঙ্ক আমার তোষাখানা বড়লাট খাজাঞ্চি।
টাকায় ব'সে চোয়ায় ভাঁটি, (আমি) বসে খাঁটি টানচি।
মদের পিপের সিংহাসনে দিচ্ছি বসে ব্লার,
আমার রাজদণ্ড গেলাস বোতল। মরি কি বাহার!

নীরজবাসিনীর প্রবেশ।

ক্যা ফূর্ত্তি! ক্যা মজা!

নীর। আজ ফূর্ত্তি বেরবে, রান্না ঘরে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্।

রস। নেশা চন্ চন্, মাথা বন্ বন্, কুছ পরওয়া নেই, ফূর্ত্তি কর।

নীর। খাব কি? যে ফূর্ত্তি করব!

রস। খেতে ত বলিনি ফূর্ত্তি কর। খালি ফূর্ত্তি কর। খাওয়া দাওয়ার যখন আর হাঙ্গাম রইল না তখন খালি ফূর্ত্তি হরদম ফূর্ত্তি। রস, তোমার একটা আবাহন সঙ্গীত গাই।

গীত।

অয়ি নীরজ বাসিনী শান্তি হরে।
নব-নীরব নিন্দিত কান্তি ধরে
অয়ি বন্ধন কারিনি খুন্তি করে
মম বন্ধন রূপিনি রোষ ভরে।

নীর। আর তোমার বন্ধন থাকচেনা। হাড়ে নাড়ে জ্বলে মলুম। পোড়ার মুখো মিন্সে দিন রাত মদে ডুবে রয়েছেন। কোথা থেকে যে একটা পয়সা আসবে তার ভাবনা নেই। আবার বুড়ো খোকা কাল তাড়িয়ে কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন।

মাধবের প্রবেশ।

মাধ। পালিয়ে আসিনি মা, তাড়িয়ে দিয়েছে।

রস। তাড়িয়ে দিয়েছে! শ্যাঁ—অপমান করেছে। বৎসরে, তুই আমার সন্তান হয়ে অপমান সহ্য করলি। তাড়িয়ে দেবার আগেই পালিয়ে আসতে পারলি না?

মাধ। না বাবা, তাড়িয়ে যে দেবে তা আগে জানতে পারিনি।

রস। ওঃ তবে কুছ্ পরওয়া নেই। ফূর্ত্তি কর।

নীর। কিন্তু আজ আর রান্না চড়ল না।

রস। চড়ল না। চড়তে নারাজ। তাহলে রান্না বেচারীকে ছেড়ে দাও। জোর জবরদস্তি কোর না। কারও স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া বেজায় বে-আইনি।

নীর। মাৎলামি রাখ। ভাল চাও তো এর একটা উপায় কর। ভেবেছ নিজের পুঁজি ভেঙ্গে তোমাদের পেলাব তা হচ্ছে না। তোমার ত এই ছিরি। তারপর ইনি এখন নিষ্কর্ম্মা হয়ে ঘরে বসলেন। তোমাদের জন্তে আমার যাদবকে আমি পথে বসাতে পারব না। আজ বিকেলেই আমি ছেলের হাত ধরে বিদেয় হচ্ছি। তারপর তোমার যা থাকে এই তোমার বড় ছেলেকে দিও আর তুমি নিয়ো। আমাদের তাতে দরকার নেই।

রস। ঠিক্‌ চাই। আমার রাজ্যাধিকার আমার বড় ছেলেতেই বর্ত্তাবে। আমি বাবা, ভরতের জন্ত রাম বনবাস দিতে পারব না। আমার সম্পত্তি আমি আলবৎ ওঁকে দিয়ে যাব। এস ত বাবা মাধব আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর ত।

মাধ। আপনার আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলুম বাবা।

রস। দাঁড়াও আরও আছে। নেও হাত পাত—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত,—বস্‌! আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমায় অর্পণ করলুম, তুমি এখন রীতিমত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। বস্‌ বাবা, ফূর্ত্তি কর ফূর্ত্তি কর।

মাধ। মা, এই পয়সায় ১ সের চাল হবে। যাই কিনে নিয়ে আসি তুমি রান্নার যোগাড় দেখগে। ওবেলা আমিও কিছু আনতে পারব। তারপর আবার একটা কাজ কর্ম্ম দেখে নেব, নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকব না মা। [প্রস্থান।

নীর। আমি কিন্তু আর থাকছি না।

রস। আহা, খামাখা মেজাজ খারাপ কর কেন গিন্নি। ফূর্ত্তি কর ফূর্ত্তি কর। বড় বড় ডাক্তারের রায়—ফূর্ত্তিতে স্বাস্থ্যের উন্নতি বেড়ায়।

নীর। আমার আর স্বাস্থ্যে কাজ নেই। এখন মলেই বাঁচি।

রস। ভুল বল্লে গিন্নি মলে আর একটুও বাঁচতে পারবে না। এই দেখ ফূর্ত্তি না করে করে তোমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাই বলি ফূর্ত্তি কর ফূর্ত্তি কর।

নীর। তোমার ফূর্ত্তি নিয়ে তুমি থাক আমি কিন্তু ও বেলায় দাদার কাছে চলে যাচ্ছি।

রস। দেখ, এক যাই, যাই, যাই করতে নেই, ওতে ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। তার চেয়ে ফূর্ত্তি—

নীর। বক'না বলছি। আমি থাকব না, কি করবে? বড় সুখেই রেখেছ কি না।

রস। তবে নাচার।—

গীত।

যাবে যাও, যাও তবে যাও!
(অমন) চোখ পাকিয়ে তাকিও না।
(তোমার) রুচির আঁখির রক্তিমা
সুচারু ভুরুর ভঙ্গিমা
দেখে কাঁপে প্রাণ দোহাই বলছি,
(তার ওপর) মুখখানি আর বাঁকিও না॥

। বেশতো, আমার বাঁকা মুখ আর তোমায় দেখতে হবে না

আমি একেবারেই দূর হচ্ছি। আমার যেমন মরণ নেই—তাই মাতালের গালাগাল শুনতে আসি।

যম। আহা ক্রোধং সম্বর সম্বর। আমি তোমার একটা স্তুতি গান করি, শুনে যাও—দাঁড়াও—দাঁড়াও—আহাহা—যাঃ চলে গেল (নীরজার প্রস্থান) গেল গেলই আমি কিন্তু গাইবই।

গীত।

অয়ি নয়ন মনোমোহিনী
অয়ি প্রবল ক্রোধ করোজ্জ্বল ঘরণী,
দয়িত হৃদয় দলনী!
রক্ত অলক্তক রঞ্জিত পদতল
বেগ বিকম্পিত অসম্বৃত অঞ্চল
পৃষ্ঠ বিলম্বিত সুবিরল কুন্তল
শতমুখী প্রহরণ ধারিণী।
চির অশান্তিময়ী তুমি ধন্য
বিতর কটূক্তি কলহ জঘন্য
সুতীক্ষ্ণ রসনা সদা করে রচনা
গ্লানি নিন্দা কত কাব্য কাহিনী।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ। সময়—রাত্রি দশটা।

দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ।

১ম। এ জোড়ীদার ভাই।

২য়। কা, ভাই হরবরণ সিং।

১ম। দেখো। তুম্ উধার পাহরা দেও হাম হিঁয়াপর নিদ্ যাঁয়। অউর নহিত তুম্ হিঁয়াপর পহরা দেও হাম উধার যায়কে নিদ যাঁয়।

২য়। না ভাই। ই-বনোবস্ত নিকনেহিনা। হাম্‌বাতায়ি শুন

১ম। আরে নাহি হো, তুম্ তো নয়া আদ্‌মি হও। হাম্ যৌন্ বাতায়ি তৌন্ শুন। (নেপথ্যে) পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা, ডাকাত, ডাকাত।

২য়। ই দেখো ফির্ কৌন শশুরা চিল্লাত হ্যায়।

১ম। বড়া বখেড়া। চলো হাম্‌লোক জারা হট্ যাঁয়।

চীৎকার করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধনঞ্জয়। পুলিশ পুলিশ —কৈ কোন বেটাকেই ত দেখছি না। ওঃ মেরে একেবারে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। উঃ দৌড়তেও ত পারছি না। ঐ না দু বেটা গাছের আড়ালে সরে দাঁড়াচ্চে। ও ভাই, ও ভাই, ও পাহারাওয়ালা সাহেব ও জমাদার জী বড় বিপদ হুয়া, শিগ্‌গির এস বড় বিপদ হুয়া।

পাহারাওয়ালাদের পুনঃ প্রবেশ।

১ম। ক্যা চিল্লাতা হ্যায়।

২য়। মাৎওয়ালা হুয়া?

ধনঞ্জ। মাতালা না হুয়া, ডাকাতি হুয়া।

১ম। চুপ, রহো।

২য়। ঝুট্ বাৎ।

ধনঞ্জ। আরে শোনোতো।

১ম। নেহি শুনেগা। তুম্ দারু পিয়া হ্যায়, চলো থানাপর।

২য়। পাকিটমে কুছ্ হ্যায়।

ধনঞ্জ। এই নেও জমাদার সাহেব—এই বুঝলে কিনা এই টাকা নেও এইবার—উঁহুঁহু—শোন।

১ম। হাঁ হুজুর কহিয়ে—

ধনঞ্জ। দেখো। বাপ্—ঐ রাস্তা দেকে হাম্ গাড়ী করে যাতাথা এমন সময় কোত্থেকে একটা লোক আয়া, একদম্ পাদানকে উপর পা দেকে,—বুঝলে কিনা—কোচ বাক্সের উপর তড়াক্ করে উঠে পড়া।

৩য়। বড়া তাজ্জবকে বাৎ।

ধনঞ্জ। তারপর, তারপর দেখতে না দেখতে বুঝলে কিনা—অম্নি ঘাড়েকে উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়া। আমি যেই ঘোড়া থামিয়ে তাকে-এই-মাত্তে গিয়া—অম্নি—বুঝলে কিনা—ধাঁই করে হামারা ঘাড় ধরকে খানাকা মধ্যে ফেলে দিয়া। আঃ একেবারে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে।

১ম। জবরদস্ত ডাকু।

ধনঞ্জ। তারপর, বুঝলে কিনা—অম্নি তীরের মত গাড়ী ছুটায়কে ডাকু ভাগা। আমি তখন কষ্টে শ্রষ্টে উঠকে—বুঝলে কিনা—এই পাছে পাছে ছুটা কিন্তু কিছু দেখ্তে নাহি পায়া। উঃ গেছিরে!

১ম। তব্ ফির্ আওর কি হোবে বাবু। এখুন ঘরে ফিরিয়ে চোলেন।

ধনঞ্জ। ফিরে চোলব কি জমাদার জি। গাড়ীমে যে—বুঝলে কিনা—হামারা মাইয়া লোক রহা।

১ম। কুছ ভাওনা না কোরেন বাবু।

বুঢ্ঢিকা লেকে ক্যা করেগা। ফির্ লৌটায় দেযায়গা।

ধনঞ্জ। আরে তুম কি বোলতাহায়; তুম্ কিচ্ছু নেহি বুঝতে

পারতা হায়। হাম্ বিয়া করেগা আর উ দেখায়গা। উসকো বুঝকে কিনা—ধরনে হোগা। পাকড়ো—যেহনা রূপেয়া লাগে—বুঝকে কিনা—আমি দেগা। উঃ!

২য়। আরে বাবু বাউরা হায়, ক্যা।

১ম। আভি মেজাজ্ ঠিক নাহি হায়। বাবু আপকো বহুৎ চোট্ লাগা হায় চলিয়ে ডেরা পর্ পহুঁচায় দেঁ।

ধনঞ্জ। ডাকু কো পাকড়েগা নাহি? বাপ্!

২য়। ক্যা জানে কাঁহা ভাগ গিয়া আব রাৎ কো ভালা কুছ পাত্তা মিলেগা।

ধনঞ্জ। খোঁজ করনে নেহি পারতা? বাবারে—

১ম। খুসি হোয় থানাপর যায়কে লিখা দিজিয়ে।

ধনঞ্জ। আরে তাতে কি হবে। আচ্ছা আর এক কাজ করেগা আচ্ছা বক্‌শিস্ দেগা। হামকো ধরাধরি করকে—বুঝা উঃ পায়ে বড্ড চোট লাগা—হামকো নিয়ে যেতে পারে গা?

১ম। কাহে নহি সকে গা! বোলেন বাবু কাঁহাপর চোলবেন।

ধনঞ্জ। শুঁড়ো মে ধনপতি বাবুকা বাগান বাড়ী হায় না; জানতা?

১ম। কাহে নাহি জানতা।

ধনঞ্জ। ঐ সেইখানে লে চলো। উঃ বড্ড ব্যাথা।

১ম। দেখো ভাই তুম্ একঠো গাড়ি বোলাও। হাম্ বাবুকো ধীরে ধীরে লে চলে। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বাগান বাড়ীর দরদালান।

সময় প্রায়—১১টা রাত্রি।

রামনাথ ও ধনপতির প্রবেশ।

রা। লগ্ন যে প্রায় ভ্রষ্ট হবার মত হল। এখনো যে তাদের দেখা নেই ;—ব্যাপার কি ?

ধ। কি করি। এও মেয়ের আমার এক খেয়াল। এত ধুমধাম আয়োজন সব বন্ধ করতে হলো ;—বলে, বিয়ের পর সব হবে, এখন কিচ্ছু না।

রা। ছেলে মানুষদের অত আব্দার শুনলে কি চলে বাবাজী। এখন লগ্ন ভ্রষ্ট হলে উপায় ?

ধ। পুরুৎখুড়ো, ঐ খানেই আমার দুর্ব্বলতা। গিন্নি গিয়ে অবধি এ পাঁচ বচ্ছর আমিই ওর মা আর আমিই ওর বাপ। কি যে যাদু জানে! যখন 'বাবা' বলে আব্দার ধরে, তখন আর না বলতে পারি না।

রা। তার ওপর ঐ বেলা ঠাকরুণটীও কম নন।

ধ। হ্যাঁ ঐ আমার আর একটী পাগলামী। বেচারী, অল্প বয়সেই মা বাপ হারিয়েছে—এই জ্যেঠাবই ওর যে আর কেউ নেই।

রা। জামাইটীও জুটেছেন ভাল। একেবারে রাজযোটক! তিনিও বায়না নিলেন—মুখস্ পরে বিয়ে করব। এসব কিরে বাপু! আমার যেন কেমন কেমন ঠেকে।

ধ। জামাইটীও বেশ সরল—যা বলেছি তাতেই রাজী এর মধ্যে

আমার তো কোন কিন্তু আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে আগা গোড়া সব ছেলে মানুষি বটে।

বেলার অতর্কিত ভাবে প্রবেশ।

বে। ওকি জ্যেঠামণি—ছেলে মানুষী হতে যাবে কেন? আমি হলুম তোমার জ্যেঠাই মা—দিদি হলো—যার বাড়ানাই—তোমার মা। ছি, মা জ্যেঠাইয়ের কাজকে কি ছেলেমানুষি বলতে আছে?

ধ। আড়ি পেতে শুনছিলি বুঝি?

বে। তা একটু একটু শুনছিলুম বৈ কি? আচ্ছা দাদামশাই আপনার কি কোষ্ঠিপত্রের কথায় বিশ্বাস নেই?

রা। বিশ্বাস থাকবে না কেন?

বে। তবে যে মুখসের কথায় সন্দেহ করছেন। জমীদার বাবুর লোক নিজে এসে বলে গেলেন—তিনি পত্রে ও খুলে লিখেছেন যে বিবাহ লগ্ন হতে সাত দিনের মধ্যে কনে যদি বরের মুখ দেখে তাহলেই অমঙ্গল হবে। এতে আর আপনার কেমন কেমন ঠেকে কেন?

রা। কেন যে ঠেকে তা কেমন করে বোঝাই দিদি। এমন একটা শুভ কার্য্যে এই লুকোচুরির ভাবটা—

বে। লুকচুরি তো করতেই হবে। আপনি ঘরের লোক আপনিই মুখস্ দেখে খুঁত খুঁত করছেন। পাঁচজন বাহিরের লোক দেখলে আবার পাঁচ কথা বলবে—কত লোককে বোঝাতে যাব বলুন তো। তার চেয়ে এই লুকোচুরিই কি ভাল নয়?

রা। ক্ষুদে ঠাকুরণ একেবারে বাক্যবাগীশ ন্যায় পঞ্চানন।

ধ। ওর সঙ্গে পারবে না খুড়ো। সাধে আমি ওকে জ্যেঠাই

মা বলি। চলুন সব ঠিক ঠাক করে রাখা যাক। এলেই আরম্ভ করে দেওয়া যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বে। বোকারাম জমীদারটাকে যা বলা গেছে তাতেই স্বীকার। লোক জন সঙ্গে না নিয়ে একাই গাড়ী হাঁকিয়ে দিদিকে আনতে যাবে। পুরুষ মানুষের একটু বাহাদুরী দেখান তো চাই। এতক্ষণে বোধহয় বেচারীর বাহাদুরী বেরিয়ে গেছে। যেমন দিদিকে বিয়ে করবার আশা—তেমনি খাবেন কাঁচা রম্ভা।

গীত।

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা!
দিদির বিয়ের নাচব গাব একাই আমি, নাই মানা!
দিদির হবে মজার বিয়ে   বরের মুখে মুখস দিয়ে,
প্রাণে প্রাণে জানাজানি বাইরে কিছুই নাই জানা।
বুকের ভেতর খেলছে যে ঢেউ,—বাইরে তোমরা জানলেনা কেউ;
লুকোচুরির বাহাদুরী ভারি মজার কারখানা।

(বাহিরে গাড়ীর শব্দ)

ঐ এল। যাই শাঁখ বাজাইগে যাই।

[প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া লীলা ও মাধবের প্রবেশ।

মা। কেমন চোরের উপর বাটপাড়ি।

লী। খুব বাহাদুর? ধনঞ্জয় বাবুর মুখসটা কৈ?

মা। এই যে।

লী। মুখে বেশ করে এঁটে নেও।

মা। কিন্তু যদি শেষ ধরা পড়ি।

লী। ধরা পড়ব কি? লোকের মধ্যে তো বাবা আর পুরুত দাদা—তার ওপর বেলা খুব আলো কমিয়ে রাখবে। আচ্ছা ধনঞ্জয় বাবুর হাত পা ভাঙ্গে নি তো।

মা। না সে ভয় নেই। গাড় থেকে নামিয়ে কাদার ওপর শুইয়ে দিয়েছি মাত্র। তবে বলতে পারিনা—বড়লোকের ঘি দুধ খাওয়া শরীর—ঠিক যেন ননীর পুতুল। আমি ভেবেছিলুম একটু ধস্তাধস্তি কর্ব্বে। তা কিছুই না। আমায় দেখেই একেবারে বীর পুরুষ কাঠ।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

বেলার পুনঃ প্রবেশ।

বে। এসো গো বর কোনে, বিয়ে যে জুড়িয়ে গেল। এ যে একেবারে মুখস আঁটা। দিদি মুখস খুলে ভাল করে দেখেনিয়েছিস্ তো?

লী। তুইও নাহয় দেখে নে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রসময়ের বৈঠকখানা।

সময় প্রত্যুষ।

রস। একেশ্বর আজি আমি বিরাজি সংসারে।
নাহিক দোসর কেহ। সুবৎসা গৃহিণী

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরুদ্দিষ্ট।
সুতরাং—
রাজিছে গম্ভীর শান্তি সাম্রাজ্যে আমার।
গেল দারা, গেল পুত্র ত্যজিয়া আমারে
তবু ক্ষোভ না ছিল অন্তরে—
কিন্তু দেবি, সুরেশ্বরি বোতলবাহিনি,
তুমিও ত্যজিলে শেষ রাত্রে এসেবকে।
এসময়ে রসময় তোমারে হারায়ে
নীরস হয়েছে বড়।—

আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ এও কি একটা কথা হল। রসময়ের নামে কলঙ্ক! "রসময় নীরস হয়েছে" একলঙ্ক ঘোষিবে ভারতে। না কখনই না। তা হতেই পারে না। আমি দেবীর অক্লান্ত সাধক, আমাকে কি তিনি বিমুখ হতে পারেন? বোতল মন্দিরে স্থূল রূপে তিনি বিরাজ কর্চ্ছিলেন, এখন তিনি আমার হৃদয় মন্দিরে সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে ফূর্ত্তি রূপে বিরাজমান। কুছ পরওয়া নেই ফূর্ত্তিকর ফূর্ত্তিকর।

গীত।

জয় সুরেশ্বরী জয় সুরেশ্বরী।
তোমারি সাধক সিদ্ধ উপাসক
দৈন্যের তাড়নে আমি কি ডরি?
সুরেশ্বরী জয় সুরেশ্বরী।
আমি রসময় নাগর রসের সাগর
আছে মম অন্তর রসে ভরি।

রসেশ্বরী জয় সুরেশ্বরী—
ঘরে নাই অন্ন কিসের জন্য
চিন্তা ভাবনা কেন বা করি ?
সুরেশ্বরী জয় রসেশ্বরী।

নেপথ্যে। রসময় বাড়ী আছ নাকি। রসময়—ও রসময়—

রস। কে দাদা! এত জোরে পাওনাদারের মত হাঁক ডাক কচ্ছ ? ছিঃ খাসা গানটা জমে এসেছিল এমন সময় খামখা রস ভঙ্গ কর্লে! কেও ?

ধনপতির প্রবেশ।

ধন। আমি ধনপতি।

রস। ধনপতি! স্বয়ং যক্ষরাজ কুবের দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় সখা! প্রভো, অধমের প্রণাম গ্রহণ করুন। অলকা পরিত্যাগ করে এ অধীনের ঘরে পদার্পণ কেন ?

ধন। এইখানে বসে চেঁচাচ্ছ আর আমি এত ডাকাডাকি কচ্ছি একটা উত্তর দিতে নেই ?

রস। দেব রুষ্ট হবেন না, আপনার অলকার মঙ্গল তো ? প্রভাত সময়ে আমি একটু সুরেশ্বরীর ভজন গাইছিলুম। দেখুন, ধনেশ্বর ভজনের একবার মাহাত্ম্য দেখুন। আমার ঘরে আজ সাবিক্তি এক অর্থের অভাব ঘটেছে সুতরাং অন্নেরও অসদ্ভাব এবং তার চেয়েও অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে সুরেশ্বরী ও তাঁর স্থূল কলেবর পরিত্যাগ করে—

ধন। দেখ, তোমার মাৎলামি শুনতে আসিনি। একটা কাজের কথা আছে।

রস। হে নরবাহন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি ও ত সেই কাজের কথাই বলছি। অধমের ধনাভাব দেখে দেবী স্বয়ং ধনপতিকে আমার গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখুন একবার ব্যাপারটা। একেবারে মূল শিকড় ধরেই টান।

ধন। ভাল আপদ—

রস। বাপ্ টান বলে টান একেবারে বিষম টান—কোথায় সেই পশ্চিম হিমাচলের উত্তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গে অলকাপুরী আর কোথায় এই ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে বঙ্গদেশের রঙ্গভূমি কলিকাতা নগরী।

ধন। রসময়, কি পাগলামো করছো? একবার চোখ খোল দেখি।

রস। চোখ খোলার চেয়ে আমি চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে বেশী দেখতে পারি প্রভু।

ধন। প্রভু না তোমার মাথা। মদ খেয়ে খেয়ে একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছ।

রস। অসঙ্গত কথা বলবেন না। ন্যায় শাস্ত্র দেবতা বলে মানে না। আমাকে কিছুতেই অপদার্থ প্রতিপন্ন কর্ত্তে পারেন না। বোধোদয় বোধ হয় আপনাদের Text Book committeeর অনুমোদিত নয়। পড়ে দেখবেন—প্রথমেই আছে পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন, ও উদ্ভিদ্; তা আমি মদের প্রসাদাৎ একাধারে ত্রিবিধ পদার্থ।

ধন। তোমার মাথা।

রস। ঠিক ধরেছেন। ঐ মাথার মধ্যে মদের প্রভাবে যে রকম চৈতন্যের বিকাশ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানু লাভেও তেমনটি হবার যো নেই। সুতরাং আমি যে চৈতন অত্র বিষয়ে সন্দেহ এব নাস্তি।

ধন। আমার ঘাট হয়েছে, তুমি থাম।

রস। এই যে। আর অচেতন হই তখন, যখন দেবীর কৃপায় বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হয়ে সমাধিস্থ হই। তার পর উদ্ভিদ্—সে ত সাক্ষাৎ দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে নড়ন চড়ন শক্তি নাস্তি—বৃক্ষবৎ স্থাণু।

ধন। হতভাগা একেবারেই মরেছে। কিন্তু একটা সন্ধান না পেলেও ত নয়। ও রসময়, রসময় (নাড়া দিতে লাগিলেন।) আমায় চিন্‌তে পার্চ্ছনা।

রস। কর কি, কর কি, অত নাড়ানাড়ি কর্‌লে যে শেকড় ছিঁড়ে যাবে। (চোখ খুলিয়া) ওঃ এত অলকার কুবের নয়, এ যে স্বদেশী ধনপতি।

ধন। তবু ভাল। বলি তোমার ছেলেটা কোথায়?

রস। গিন্নির সঙ্গে তার মামার বাড়ী গেছে। দোহাই বলছি ভাই আমার কোনও অপরাধ নেই; মিছি মিছি ঝগড়া কর্‌লে—

ধন। আঃ থাম। তোমার বড় ছেলে—সেই মাধব হতভাগা কোথায়?

রস। ভগবান জানেন।

ধন। সেকি! কাল রাত্রে বাড়ী ছিল না?

রস। না।

ধন। তবে আর সন্দেহ নেই; এ নিশ্চয়ই তারি কর্ম্ম।

রস। ব্যাপার কি দাদা?

ধন। ব্যাপার আমার মাথা। হতভাগা পাজী নচ্ছার।

রস। অত গরম হচ্ছ কেন দাদা। মেজাজ খারাপ কর্‌তে নেই, ফূর্ত্তি কর, ফূর্ত্তি কর।

ধন। হতভাগা এমনি করেই আমার সর্ব্বনাশটা কর্লে।

রস। কে কি করলে?

ধন। তোমার গুণধর পুত্র আমার মুণ্ডুপাত করেছে।

রস। দেখ দাদা। ও তোমার হেঁয়ালি ছাড়, সাদা কথা ধর, নইলে বুঝতে পারব না। দেখছ না নেশাক্রমে ছেড়ে আসছে আর বুদ্ধিও তেমন খেলছে না, ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। এখন সোজাসুজি বল।

ধন। বলব আর কি সোণাপুরের জমীদারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলুম।

রস। তারপর?

ধন। তারপর আর কি—কুক্ষণে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলুম, আর কুক্ষণে তোমার ছেলেকে বিশ্বাস করে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলুম। কে জানত যে দুধ কলা দিয়ে কাল সাঁপ পুষছি?

রস। আবার হেঁয়ালি? বিয়ের কি হল?

ধন। হল আমার মাথা। পাত্র কাল রাত্রে বিয়ে কর্ত্তে আসছিল তাকে মেরে, থানায় ফেলে দিয়ে, তোমার গুণধর বর সেজে নিজেই এসে বিয়ে করে ফেল্লে।

রস। ক্যা বাৎ! ছোকরা খেলওয়াড় বটে।

ধন। দাঁড়াও, খেলওয়াড় গিরি বার কচ্ছি।

রস। রোস, একটা কথা বুঝলুম না। সম্প্রদান কর্লে কে?

ধন। আমিই।

রস। তুমি তখন মাধবকে চিন্‌তে পারলে না?

ধন। চিনবো কি, বেটা মুখস পরে এসে বসেছিল।

রস। বাঃ! বাঃ! এ যে দেখছি আরব্য উপন্যাসকে মাৎ করেছে। তবে আর কি, তোমার সঙ্গে এখন ডবল সম্পর্ক, হলে বন্ধু হলে বেহাই।

ধন। সম্পর্ক ঘোচাচ্ছি। নেমকহারাম বেটাকে জেলে পচাব, তবে ছাড়ব।

রস। এটা বড় অন্যায়। সে তোমায় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলে আর তুমি তাকে নেমকহারাম বলছ।

ধন। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! যেমন বাপ তার তেমনি বেটা।

রস। চট কেন দাদা? ফুর্ত্তি কর! ফুর্ত্তি কর! মেয়ের বিয়েতে কোথায় ফুর্ত্তি করবে না মিছে মাথা গরম করছো।

ধন। দেখ্ মাৎলামো করিস নে বলছি। মাথায় আমার আগুন জলছে; বাপ বেটা দুটোকেই খুন করব।

রস। কুছ পরওয়া নেই; 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে।' খুন করবে খুনি করবে তাই বলে ফুর্ত্তিটা মাটি করে দাও কেন দাদা?

ধন। এখন নয়, ছেলের যখন মরা মুখ দেখবে, তখন একেবারে ফুর্ত্তি কর। (বেগে প্রস্থান)

রস। এঃ সকাল বেলাটা মাটি হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ, গেয়ে ফেল, গেয়ে ফেল।

গীত।

সুরার মতন সুর্যের মতন
কি আছে এমন মন মাতানো?
ভুলিয়ে যা দেয় প্রাণের শোক,—
ভুলিয়ে যা দেয় দেহের রোগ,
যার প্রভাবে দুঃখের তরে,
সুখের রাজ্য যায় পাতালে।

উঁ হুঃ হল না। সুরার কাছে কেউ কিছু নয়। সুরই বল, আর তালই বল, মাতাল না হলে সব মিথ্যে। সুতরাং ফের ধর—

সুরার মতন কি আর এমন ধন আছে মন এ সংসারে!
স্বর্গে সুরা সুধার জোরে অমর হ'লো দেবতারে।
মর্ত্ত্যের যত ঋষি তপস্বী
সোমরস পানে হ'ল যশস্বী
এ কথা সবাই মানে অবিশ্যি, প্রত্নতত্ত্ব কর ইহারে;

সপ্তম দৃশ্য।

ধনপতির বাগানবাটীর বাহিরের বারান্দা।

সময়—বৈকাল।

ধনপতি ও রামনাথ ব্যস্তভাবে পাদচারণ করিতেছেন।

ধন। চারিদিকে লোক ছোটালুম, কৈ এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান হ'ল না। বেটা হাওয়া হয়ে উড়ে গেল নাকি! শেষটা কি পুলিশেই জানাব। না, না, তাতে একটা কেলেঙ্কারী হবে। তার চেয়ে শয়তানটাকে ধরে এনে—কে ও—ওঃ তুমি।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধনঞ্জয়। কিছু খবর পেলেন কি?
রা। কিচ্ছুই না।
ধনঞ্জ। গুণ্ডার সর্দ্দার।
ধন। তোমার পায়ের ব্যাথাটা কেমন?

ধনঞ্জ। অনেকটা ভাল। আমি এই বুঝলেন কি না private detective লাগিয়েছি।

রা। ধরা পড়বেই তবে দু দিন অগ্রপশ্চাৎ।

ধনঞ্জ। তারপর—এই আপনার কন্যার উপায়!

ধন। সেটাই ত বিষম ভাবনা। কি প্যাচেই ফেলেছে হতভাগা বেটা।

রাম। দেখ বাবাজী, একটা কথা বলি—কিছু মনে করো না।

ধন। মনে আবার করব কি খুড়ো। কি বলবে বল।

রাম। আচ্ছা এই ব্যাপারে মেয়ে দুটোর কোন যোগাযোগ নেই ত?

ধন। রাম বল, তাও কি কখন হয়? লীলা আমার নেহাৎ গোবেচারী, আর বেলা ত দুধের মেয়ে। ওরা একটু আদুরে আব্দারে হয়ে পড়েছে বটে। তা সে তো আমারি দোষে। কিন্তু ও সব বুদ্ধি ওদের মাথায় আসতেই পারে না। এ সমস্ত সেই বেটার একার কারসাজি। সে ত খুব সন্ধানি জানে কি না।

রা। হবে।

ধনঞ্জ। কিন্তু বুঝলেন কি না—এ কে? কোন হায়? কাকে মাঙতা?

একজন নিম্নশ্রেণীয় হিন্দুস্থানীর প্রবেশ।

হিন্দু। ধনপৎ বাবু কেকর নাম?

ধন। কেন?

হি। একঠো চিট্ঠি হ্যায়।

ধন। দেখি (পত্র গ্রহণ ও উন্মোচন করিয়া পাঠ) হ্যাঁ—একি!

রাম। কিসের চিঠি?

ধন। পড়।

রা। (পত্র পাঠ) "আমি যারপরনাই অন্যায় করেছি। স্বয়ং দণ্ডগ্রহণ করলুম। এই পত্র যখন আপনি পাবেন তখন আর আমি ইহলোকে থাকব না। ঘোর আত্মগ্লানিতে আমি আত্মনাশ কর্লুম। মৃত্যুই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমায় ক্ষমা করবেন। পত্রবাহকের বাটীতে আমার দেহ আছে। লোক দিয়ে আনাবেন। আমার দেহ যেন আপনার কন্যা একবার নির্জ্জনে দেখতে পান। তাতে আমার আত্মার তৃপ্তি হবে। মৃতের শেষ অনুরোধ রাখবেন নাকি? তারপর দেহ সৎকারের জন্য বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। হতভাগ্য মাধব।" হায় হায় এ আবার কি হল!

ধন। ওঃ একেবারে আমাদের মেরে গেল!

ধনঞ্জ। মরেও দেখছি বিপদে জড়িয়ে গেল এখন—বুঝলেন কিনা এই খুনের দায়ে না পড়লে হয়।

ধন। না সেটা হতভাগা বাঁচিয়ে গেছে—

রা। এই যে আর একখানা কাগজে লিখে গেছে। "আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা কর্লুম। ইহার জন্য কেহই দায়ী নয়।" হা, হতভাগা শেষটা এই কপালে ছিল! নিজেও গেলি আমাদেরও মেরে গেলি।

ধনঞ্জয়। ভেবে আর কি হবে? এই ও, কি করে কি হয়া বলতো।

হি। আভিকোই ঘণ্টা ভর হোগা বাবু হামারা বাসা পর আয়া। সামনে একঠো খাটিয়া রহা, ওহিকে উপর গির পড়া। হাম্ সমঝকে ভিতরসে আয় কুছ্ বব্ উঠায়া তো দেখাকি একদম বেহোঁস। হাম্ তো

বাবু আকেলা রহা বড়া ডর লাগা। ক্যাকরে মুমে পানি ছিটানে লাগা। ফির হোঁস হোনে সে হামকো এহি চিঠি দেকে আপকে পাস্ ভেজ দিয়া। যব্ হাম আয়া তব্ বাবুকা তবিয়ত বড়া খারাপ রহা। ক্যা জানে অব্ ক্যায়সা হ্যায়।

ধন। আয় সঙ্গে আয়। একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি। খুড়ো, তুমিও এসো। (রামনাথের সহিত প্রস্থান)

ধনঞ্জ। আপদ গেল! বেটা বেকুব, এই মরাটা কাল মরতে পারলি না। তারপর, এখন কি করা যায়। রাজত্ব আর রাজকন্যা দুই ত হাত ফস্কালো—কেন তাই বা কেন? ফস্কাবেই বা কেন? এ বিক্রেত অসিদ্ধ। পুরুৎটাকে কিছু মোটা রকম দিলেই তার মুখ বন্ধ। আর ত কেউ জানেই না। বাঃ খাসা বুদ্ধি হয়েছে। দেখি এখন বুড়কে বোঝাতে পারলে হয়।

ধনপতির পুনঃ প্রবেশ।

ধন। আনানর ব্যবস্থা ত হল। কিন্তু লীলাকে আর বৃথা কষ্ট দিয়ে কাজ কি। কিন্তু—নাঃ, একেবারে ওর বাপের কাছেই পাঠিয়ে দি। কি বল হে?

ধনঞ্জ। কিন্তু খবরটা বুঝলেন কি না জানিয়ে দেওয়াই ভাল। সেই ত এক সময় বলতেই হবে।

ধন। মিছে নয়। কিন্তু—তাহলে—ছোঁড়াটার শেষ অনুরোধটা—

ধনঞ্জ। তাতে আর দরকার কি?

ধন। কিন্তু—ছোঁড়া নেহাৎ মন্দ ছিল না। কেমন যে মতিচ্ছন্ন ধরল।

ধনঞ্জ। দেখুন একটা কথা ভাবছিলুম।

ধন। কি বল ত ?

ধনঞ্জ। বলছিলুম কি—এই বুঝলেন কি না—এই যে কাণ্ডটা হ'ল এটা ত—বুঝলেন কি না—স্রেফ একটা জাল জুচ্চুরি। ধরতে গেলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ওটা কিছুই নয়—সুতরাং বুঝলেন কিনা লীলার আবার-

ধন। তা তা—সেটা কি হয়—আমরা যে হিন্দু হয়েই মরেছি।

ধনঞ্জ। ধর্ম্মে বাধে না। মনুতে বুঝলেন কিনা—এর স্পষ্ট বিধান আছে—কি যেন শ্লোকটা ভাল—

ধন। সেটা কি ভাল দেখায় ?

ধনঞ্জ। মন্দই বা কিসে ?

ধন। লোকে বলবে কি ?

ধনঞ্জ। কেই বা জান্‌ছে। আর জানলেই বা বুঝলেন কিনা—ভয় কি ? টাকা যার—সমাজ তার শাস্ত্রও তায়। টাকায় বুঝলেন কিনা—কি না হয় ?

ধন। তা বটে।

ধনঞ্জ। তারপর—অন্য দিকে দেখুন। ধরুন বিয়েটা যদি সিদ্ধই হয়—তা হলেও বুঝলেন কিনা—এই বিধবা বিবাহ আজকাল চলছে। নেহাৎ যদি বাধে তো—বুঝলেন কিনা—ব্রাহ্ম হলেই চল্‌বে।

ধন। পাত্র ? তুমি কি ধর্ম্ম—সমাজ—আত্মীয় সব ত্যাগ করবে ?

ধনঞ্জ। আপনার জন্যে—বুঝলেন কিনা—সব পারি—সব পারি। আর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ত হিন্দু ধর্ম্মেরই—বুঝলেন কিনা—সার সংগ্রহ।

ধন। দেখি লীলা কি বলে।　　　[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

লীলার কক্ষ।

লীলা। আচ্ছা লোক! এম্নি গা ঢাকা দিলে যে আর কেউ খুঁজেই পাচ্ছে না। আচ্ছা—যদি এখন ফিরে আসে তা হলে বাবা কি করেন? কি আর কর্বেন! খুব খানিকটা রাগ করবেন, তারপর আমি ঠাণ্ডা করে নিতে আর পরেব না? এর জন্যে এমন করে পালান কেন? কিছুতেই বুঝলে না। বাবা কে ভারি ভয়। বলে যদি রাগ করে চিরকালের জন্য দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করেদেন? আরে তাও কি হয়। বাপ্ কি কখন মেয়ের শত্রু হতে পারেন?

ধনপতির প্রবেশ।

ধন। লীলা!

লী। কি বাবা। ওকি! পাওয়া গেছে?

ধন। গেছে কিন্তু—

লী। কিন্তু কি?

ধন। জীবিত নয়।

লী। কি বল্লে?

ধন। এই দেখ। (পত্রদান ও লীলার—পত্র পাঠ।)

লী। (পত্র হাত হতে পড়ে গেল) বাবা!

ধন। কি মা।

লী। একি সত্যি?

ধন। ওকি লীলা? কাঁদছিস্ কেন মা। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি—সেত জুচ্চুরি। তোর তো সত্যিকার বিয়ে হয়নি—

লী। বাবা কি বকছ?

ধন। ওকি অমন করিস কেন?

লী। এ কখনই সত্য নয়। কোথায় সে—আমি যাব।

ধন। পাগলী, কোথায় যাবি।

লী। আমি নিজে দেখব।

ধন। তাতে আর কাজ কি মা মিছি—মিছি—তার চেয়ে দুদিন যাক্ তোর আবার বিয়ে—

লীলা। চুপ কর বাবা। তুমি হিন্দু না?

ধন। তা—তা হলে—তা হলে—

লী। আমি দেখব।

ধন। আচ্ছা লোক পাঠিয়েছি। এখুনি আসবে ব্যস্ত হোসনি, আমি দেখছি। তাই ত! [প্রস্থান।

লী। না না এ হতে পারে না—কিছুতেই হতে পারে না—কিন্তু কিন্তু—এ যে তারি হাতের লেখা। ওঃ ভগবান একি হল। পেয়ে হারালুম। ওগো! তুমি একি করলে? হায়! হায়! একি করলে? ওঃ ওঃ না—না—স্থির হও, স্থির হও। একবার দেখতে দেও। দয়াময়! মনে একটু বল দেও, একবার—শুধু একবার—দেখতে দেও। তারপর—ওঃ তারপর যা হয়—হবে—যা হয়—হবে।

একটা খাটে মাধবকে নিয়ে দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ।

যাও—চলে যাও। (খাট রাখিয়া ভৃত্যদের প্রস্থান।)

এইবার—ওঃ কি দেখব—কি করে দেখব।

(খাটের নিকটস্থ হইবা মাত্র মাধব উঠিয়া বসিলেন।) একি!

মাধ। চুপ, চুপ ভয় নেই। আমি ভূত নই জ্যান্ত।

লী। ছিঃ এমনি করেই কাঁদাতে হয়। (ক্রন্দন)

মাধ। আরে, আরে, কর কি, কর কি। আমার দোষ হয়েছে, মাফ কর লীলা। চুপ কর লক্ষ্মীটি।

লী। কেন এমন করলে?

মাধ। বড় দায়ে পড়েই তোমায় কষ্ট দিয়েছি। শুনলুম ধনঞ্জয়ের পরামর্শে শ্বশুর মহাশয় আমাকে জেলে দেবার ব্যবস্থা করছেন। আর তোমাকেও কোথায় পাঠাবার কথা হচ্ছিল। আমি ফিরে এসে তোমাদের বাগানের দিককার ঘরের পিছনে লুকিয়ে ছিলুম। কিন্তু এঁদের দুজনের কথা শুনে আর ধরা পড়া সুবিধের মনে হল না। সরে পড়লুম। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে এই ফন্দি করলুম। একটা বোকা হিন্দুস্থানীকে গোটা দশেক টাকা দিয়ে কর্ত্তার কাছে পাঠিয়ে দিলুম।

লী। তারপর এখন।

মা। তারপর এইবার তুমি মরা মাধব সাজ।

লী। ও আবার কি কথার ছিরি।

মা। কথার ছিরি পরে শুধরান যাবে। এখন তুমি চট্ করে শুয়ে পড়। এখুনি কেউ এসে পড়বে। তারপর এই খাটে আমায় বাবার কাছে নিয়ে যাবে। সেইখানে তোমার সঙ্গে সব কথা হবে।

লী। আর তুমি?

মা। এ পাঠ তোমার কাছেই পেয়েছি। কিন্তু এখন আমায় গুরুমারা বিদ্যে দাঁড়িয়েছে। আমার জন্যে ভেব না আমি সঙ্গে সঙ্গেই আসছি। ঐ কে আসে।

লী। আচ্ছা:শুচ্ছি। শ্বশুর বাড়ী যাবার যান বাহন মন্দ হল না।

(শয়ন ও মাধব কাপড় দিয়া ঢাকিয়া পর্দ্দার পিছনে লুকাইলেন।)

(বাহকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। দিদিমণি বুঝি চলে গেছে।

২য়। চল এই বেলা নিয়ে যাই। আবার এই সন্ধে বেলা নাইতে হবে।

[খাটশুদ্ধ লীলাকে লইয়া প্রস্থান।

ধনপতির প্রবেশ।

ধন। আঃ! নিয়ে গেছে। তাহলে দেরি করেনি। কিন্তু লীলা কৈ? লীলা, লীলা, তাইত কোথায় গেল? মেয়েটার মনে দেখছি লেগেছে। হাজার হক অনেকদিন একত্র ছিল ত। এমন অনিষ্টটা কর্লে তবু আমারি মন কেমন করছে। যাই মেয়েটা কোথায় গেল দেখি [প্রস্থান।

(রামনাথের প্রবেশ।)

রাম। দুর্গা! দুর্গা! কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। আমার আগা-গোড়াই যেন কেমন কেমন ঠেকছিল।

মা। (পর্দ্দার পিছন হইতে) দাদা মহাশয়।

রা। ও কি! কেও!

মা। আমি জামাই ভূত।

রা। অ্যা—রাম—রা—ম—রা—আ—আ—

মা। ভয় নেই। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। শ্বশুর মহাশয়কে বলবেন।

রা। ব—ব—ওরে কে—এ—এ—(মূর্চ্ছা।

(বেগে দুইজন পরিচারকের প্রবেশ।

১ম। ঠাকুরমশায়ের গলা না।

২য়। হ্যাঁ—এই দিকটাতেই যেন গোঁগানি—ওরে এই যে জল—জল—(উভয়ে কলস হইতে জল লইয়া মুখেচোখে দিতে লাগিল।)

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।)

ধ। ব্যাপার কি?

১ম। কি জানি বাবু! আমরা এসে এমনিই দেখছি।

ধ। ঐ যে চোখ চেয়েছেন।

রা। ভূ—ভু—ভূ—

ধ। কি হয়েছে পুরুতমশাই।

রা। মাধব ভূত—সর্ব্বনাশ—

২য় প। ভূত কি গো ঠাকুরমশাই!

রা। হাঁ—হাঁ—ভূত মাধব ভূত হয়ে এসেছে—

১ ম। ওরে বাবারে এই ভোর সন্ধ্যে—পালা—পালা

২য়। গেছিরে ধরলে রে। (ভৃত্যদ্বয়ের বেগে প্রস্থান)

রা। (উঠিয়া) দাঁড়া দাঁড়া আমাকেও নিয়ে যা। (প্রস্থান)

ধনঞ্জ। (সবিস্ময়ে) ব্যাপার কি!

মা। (বাহির হইয়া ধনঞ্জয়ের ঘাড় ধরিয়া) ব্যাপার এই। বুঝলে কি না।—

ধ। ওরে বাবারে কে রে।

মা। তোমার যমরে বুঝলে রে। সক্কলে চলে গেল আর তুমি নড়তে চাও না কেন চাঁদ?

ধ। মেরে ফেলে ভূতে ঘাড় ভা—ভা—

মা। কেমন—বিয়ে করবে ?

ধ। না বাবা আর না—

মা। আমি ছিলুম মাধব, এখন হয়েছি ভূত। তোমার ঘাড়ে চেপেছি।

ধ। দোহাই বাবা ভূত, ছেড়ে দেও বাবা, আমি দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি।

মা। যা তবে। (ধাক্কা দিতে গিয়া মাধবের মুখস খসিয়া পড়িল।)

ধ। বাপ বাপ (বেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে পতন শব্দ।)

মা। পড়ে মলো বুঝি! যাই এই বেলা সরি। আঃ আবার কে আসে। (লুকাইলেন।)

বেলার প্রবেশ।

বে। এসব কি! এই ঘণ্টাখানেক ওবাড়ী গেছি আর এরি মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে। মাধুদা আত্মহত্যা করেছে! অসম্ভব। দেখলেও বিশ্বাস করি না। বাড়ীর লোক সব পাগল হয়ে গেছে। ভূত না আরো কিছু। (ভূপতিত মুখস দেখিয়া সোৎসাহে) এই যে, দেখি একবার কেমন ভূত। আমি ভূত টুত মানি না। ভূত মোর পুত শাঁকচুন্নী মোর ঝি। বুকে আছেন রাম লক্ষণ করবি আমার কি? (পর্দ্দা নড়িতে দেখিয়া টানিল) এই যে ভূতগিরি বার কচ্ছি।

মা। পাজি বেলা—দুষ্টু বেলা—চুপ কর্ চুপ কর্।

বে। শক্ত রোজার হাতে পড়েছ। দিদিকে কোথায় ওড়ালে বল।

মা। আমি ওড়াই নি, সে নিজেই উড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে।

আমিও পালাই। শ্বশুর মশাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যেও। আর দেখ, জমীদার বাবু বোধ হয় ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে কাছেই কোথাও পড়ে আছেন, তাঁকেও একটু দেখ।

বে। যে আজ্ঞে।

মা। এখন কোনপথ পরিষ্কার ?

বে। খিড়কির পথেই হোক বহিষ্কার।

[দুইদিকে দুইজনের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রসময়ের বহির্বাটীর কক্ষ সম্মুখস্থ দালান।

(সময়—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।)

রসময়ের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

নাচ গাও ফুর্ত্তিকর হেসে হাসাও এ সংসার।
ভাবনা কিসের, অভাব কিসের, কাঁদার কিসের ধারি ধার ?
(আমার) ফুর্ত্তি ছোটে শিরায় শিরায়,
(কত) মজার খেয়াল উঠে মাথায়,
হাসির চোটে দম্ ফেটে যায়, কান্না কোথা আস্‌বে আর ?
সাধলে যদি হাসতে পায়, (তবে) মুখ খানি কেন কর ভার ?
ফুর্ত্তিতে যে সদাই হাসে,
তার পাশে শোক রোগ না আসে,
বাত পিত্ত কফ ত্রিদোষ নাশে, কোন বালাই রয়না তার।
সাধকরে তাই কেঁদো না ভাই, হাসাই সদা কর সার।

বাঃ বাঃ ফূর্ত্তিটা দেখছি আমার ধাতস্থ হয়ে গেছে। সারাদিন অনাহার. বোতলটাও একদম্ কাবার ; এমন একটা পয়সাও নেই আর, যে কিছু আনব আবার। কিন্তু আমার ফুর্ত্তির গাঙে ভাঁটা নেই, কেবলি জোয়ার।

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছেন ?

রস। কে বাপু, বাইরে থেকে সোর গোল কর কেন ? অন্তরঙ্গের মত একেবারে অন্দরমহলে চলে এসো—অবারিত দ্বার।

ধনপতির একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

কর্ম্ম। হ্যাঁ মশায় ?

রস। কি মশায় ?

কর্ম্ম। আপনিই কি এ বাড়ীর কর্ত্তা ?

রস। শুধু কর্ত্তা কেন দাদা—এখন কর্ম্ম, করণ, অপাদান সম্প্রদান প্রভৃতি আমি—একেবারে মূর্ত্তিমান কারক।

কর্ম্ম। (নেপথ্যের প্রতি) ও হে, তোমরা তবে এইদিকেই নিয়ে এস।

লীলার খাট বহন করিয়া বাহকদ্বয়ের প্রবেশ ও

রসময়ের সম্মুখে স্থাপন।

রস। কি দাদা, তোমাকে তো ধনপতি ভায়ার লোক বলেই মনে লয় ?

কর্ম্ম। আজ্ঞে।

রস। তা হলে—বিয়ে বাড়ী থেকে তত্ত্ব টত্ত্ব কিছু এনেছ না কি ?—কথা কও না কেন দাদা ? (খাটের নিকটস্থ হইয়া) এ কি রকম তত্ত্ব মাণিক ! খাটের উপর প্রলম্বসুর হয়ে কে ?

কর্ম্ম। আপনার ছেলে।

রস। ছেলে! তা খাটে কেন? বড়লোকের বাড়ী বিয়ে ততুর্দ্দোল কৈ?

কর্ম্ম। মারা গেছেন।

রস। কি দাদা। তোমরাও মদ খাও নাকি? দেখি কৈ না চোখ দুটিত জবাকুসুমসঙ্কাশং হয় নি।

কর্ম্ম। ছেড়ে দিন মশায় আমরা যাই।

রস। সোক! কুটুম বাড়ী থেকে এলে বসো আদর অভ্যর্থনা করি।

কর্ম্ম। না মশায় ফুরসৎ নেই। আপনি লোকজনের যোগাড় দেখুন সন্ধ্যা হয়ে এল আবার দাহ টাহ কর্ত্তে হবে। (হাত ছাড়াইয়া ভৃত্যদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।)

রস। তাইত ফুর্ত্তির রস যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। না মা ফুর্ত্তি কর —না হচ্ছে না; হচ্ছে না বেসুরোবাজছে—তাইত। বাবা মাধব নিতান্তই গেলে! জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—বড় চট্পট্ সেরে ফেল্লে বাবা। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি না কর্ল্লেও চলতো। দেখি (নিকটস্থ হইলেন। লীলাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া পিছাইয়া আসিলেন।) একি বাবা। (লীলা উঠিয়া প্রণাম করিলেন।) তুমিত বাবা মাধব নও, কে তুমি মা?

লীলা। আপনার পুত্রবধূ।

রস। লীলা নাকি?

লী। হাঁ বাবা।

রস। সুখে থাক মা অনেক দিন তোমায় দেখিনি। ব্যাপারটা কি মা? ভাল বুঝতে পাচ্ছিনা মাধব কোথায়? ভাল আছে ত?

লী। ভাল আছেন। তিনিও আসছেন। মা কোথায়?

র। তোমার শাশুড়ী? চলে গেছে মা আমাকে ত্যজ্য করে

ভাঁয়ের বাড়ী চলে গেছে। দোহাই বলছি মা আমার কোন দোষ নেই। এসে আবার হয়ত আমার নামে কত লাগাবে। কিছু শুননা মা, সব মিথ্যে কথা।

লী। ঐ আসছেন, আমি ভিতরে যাই।

রস। কোথায় যাচ্ছ মা, কেউ নেই কিন্তু, নেই তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমার শূন্যঘর পূর্ণ করে দেও।

(লীলার প্রস্থান।)

মাধবের প্রবেশ ও প্রণাম।

রস। ভাল থাক বাবা সুখে থাক বাবা। কিন্তু এসব কি বসত? এযে খাঁটি আরব্য উপন্যাস চালাচ্ছ বাবা?

মাধ। হাঁ বাবা একটু অন্যায় করে ফেলেছি।

রস। বেশ করেছ বাবা অন্যায় কর্ত্তেপার কিন্তু কারও মনে কষ্ট দিওনা। ন্যায় অন্যায় কিছু নয় বাবা, কেবল স্ফূর্ত্তি কর্বে, হাসবে আর হাসাবে।

মাধ। একটু মনেকষ্ট দিয়ে ফেলেছি বাবা। একজনের একটু পা ভেঙে দিয়েছি আর একটু গলাটিপে দিয়েছি আর—

রস। ওঃ অমন একটু আধটুতে কিছু আসে যায়না।

মাধ। আর একজনকে ভূত সেজে একটু ভয় দেখিয়েছি।

রস। একটু—বেশীত নয়?

মাধ। তবে মূর্চ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সেরে গেছে।

রস। ওঃ তাহলেই হলো।

(লীলার পুনঃ প্রবেশ মাধব সরিয়া গেলন।)

লী। বাবা আপনি মুখহাত ধুন। আমি গাড়ু-গামছা ঠিক করে রেখেছি।

ব্র। যাই মা। (প্রস্থান।)

লীলা ওগো শোন।

মাধ। (অগ্রসর হইয়া) হুকুম।

লীলা যে তাড়া দিলে কিছুই আনতে পারি নি। আঁচলে এক খানা নোট বাঁধাছিল। এইটে নিয়ে যাও। বাড়ীতে কিছুই নেই দেখছি। বাবার খাওয়া দাওয়া হয় নি। চট্ করে কিছু জল খাবার এনে দাও, পরে আর সব বুঝি করে নিয়ে আসবে।

মা। যে আজ্ঞে।

লী। দেখো দেরি করো না।

মা। কিছু না। (প্রস্থান।)

লীলা। যাই ততক্ষণ ঠাঁই টাঁই করে রাখি।

(বেলা প্রবেশ করিয়া গমনোদ্যতা লীলার চক্ষু চাপিয়া ধরিল)

লী। (চক্ষু ছাড়াইয়া) আরে! একি! বেলি তুই যে এলি!

বে। (বিকৃত কণ্ঠে), বেলি তুই যে এলি" তোমাদের সঙ্গে কথা কব না তো। আমার সঙ্গে চালাকী।

লী। না ভাই; রাগ করিস্‌নি। লক্ষ্মীটী আমার, দিদিটী আমার। বাবাকে সব বলেছিস্ তো।

বে। বলতে পারিনি। তোকে কোথাও খুজে না পেয়ে তিনি শুনলুম থানায় খবর দিতে গেছেন। আমি দরওয়ানকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে এসেছি আর লিখে দিয়েছি "তুমি এখানেই আছ, যেন পত্রপাঠ তিনি চলে আসেন।"

লী। বেশ করেছিস্। আর বাড়ীতে সব কি হচ্ছে?

বে। বাড়ীর কথা আর বলো না। ভূতের উপদ্রবে শুনলেই বাড়ী

ছাড়া। ধনঞ্জয় বাবুতো ভূতের ভয়ে এমনি হয়ে গেলেন যে তাঁকে পাল্কী করে বাড়ী পাঠাতে হলো।

লী। সে কি রে।

বে। আরে তুমি তো জান না—

গীত।

ঘরে যে এসেছে জামাই ভূত !
উপদ্রবে টেঁকা ভার ব্যাপার অদ্ভুত।
চোখ কট্ মট্ দাঁত কড়্ মড়্, ভয়ে আমার বুক ধড়্ ফড়্
বামন দাদার গলা ঘড়্ ঘড়্ ব্যাপার কি অদ্ভুত।
ধনঞ্জয়ের হাড় মড়্ মড়্ মরে অভাগীর পূত।

লীলা। পাগলী এখানে অমন করিস নি। ভাগ্যে বাড়ীতে কেউ নেই নইলে—

বে। নইলে কি ?—ভয় করতে হয় তুমি কর, আমি কেন ভয় করব।

লী। আচ্ছা ভয় করিস নি—এখন চলদেখি। (উভয়ের প্রস্থান)

নীরজবাসীনীর প্রবেশ।

নীর। যাহকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলুম। দেখে আসুক কি করছে যেমন দর্প করে সর্ব্বস্ব বাঁচাতে গিছলুম তেমনি সর্ব্বস্ব হারিয়ে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ফিরে এলুম। হায় হায় এর চেয়ে মিন্সে মদখেয়ে ওড়াতো সেও আমার ভাল ছিল। এ আমার কি হ'ল। অর্থনাশ মনস্তাপ। কিছু আর বাকি রইল না। ওকে ?

লীলার পুনঃ প্রবেশ ও নীরজাকে প্রণাম।

লী। এই যে মা।

নীর। কে তুমি?

লী। মা, আমি যে আপনার বৌ।

নীর। সে কি!

লী। আমাকে চিনতে পারছেন না ছোট বেলায় কত বার এ বাড়ীতে এসেছি।

নীর। কে ধনপতি বাবুর মেয়ে?

লী। এখন আপনারি মেয়ে, মা।

নীর। জন্মএয়োস্ত্রী হওমা। কর্ত্তা কি করছেন?

লী। ঐ যে বুঝি আসছেন।

রসময়ের প্রবেশ।

রস। দোহাই বলছি গিন্নি। রুইমাছের মাথা খাও যার কাছে। আমার নামে মিছিমিছি লাগিও না। (লীলার প্রস্থান।)

নীর। ওগো আমায় মাফ কর যেমন রাগ করে চলেগিয়েছিলুম তেমনি সাজা পেয়েছি।

রস। গেছলে, আবার ফিরে এসেছ, তার আর হয়েছে কি! নাচ গাও ফুর্ত্তি কর। কুছ পরওয়া নেই।

নীর। সব হারিয়ে এসেছি। দাদার বাড়ী পৌছে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। উপরে গিয়ে মনে পড়ল ক্যাস বাক্সটা গাড়ীতেই ফেলে এসেছি। ছুটে বাইরে গেলুম। গাড়ি নেই। খোকাকে দৌড় করালুম। কোথায় কি? দাদা আফিস থেকে সেই সবে এসেছেন তিনিও অনেক খুঁজলেন; আমার কপালে কিছুতেই কিছু হল না।

রস। গেছে, আবার হবে; কুছ পরওয়া নেই। গয়না গেছে গয়নাই গেছে। তার সঙ্গে যে ফুর্ত্তিও যাবে এমন কোনও কথা নেই।

ওসব ঝেড়ে ফেলে দাও। ঘরে এসেছ। এখন বৌ বরণ করে নেও। এদিকে তোমার ছেলের বিয়ে, আর তুমি বেড়াচ্ছ বাইরে বাইরে। কি রকম গিন্নি! এস ভিতরে এস।

(প্রস্থান।

নীর। চল যাই।

দশম দৃশ্য

অন্তঃপুর।

মদের বোতল হাতে মাধবের প্রবেশ।

মা। লীলা আমার যাদু জানে। এরি মধ্যে ঘর দুয়ারের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। রান্না চড়ে গেছে। যেখানে বিশৃঙ্খলার চিররাজত্ব ছিল, সেখানে সুন্দর শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। যেখানে যেটি দরকার সেইখানে সেটি গোছান রয়েছে। যাদুকর এর চেয়ে আর বেশী কি কর্ত্তে? বড়লোকের মেয়ে যে এমন ক্ষিপ্রহস্তে খুঁটিয়ে কাজ কর্ত্তে পারে এ আমার ধারণাই ছিল না। এ যেন একাই এক শ।

লীলার কর্ক স্ক্রু ও গেলাশ হস্তে প্রবেশ।

লী। এই যে এনেছ। এই নেও চট্ করে খুলে ফেল দেখি।

মা। তুমি আর একি করবে। বাবাকে দিয়ে আসি।

লী। আঃ যা বলি তাই শোন। তোমার চেয়ে বাদু ঢের ভাল। যেমন তাকে বাজারে যেতে বলেছি, অমনি ছুটে চলে গেল। তোমার মত কথা কাটাকাটি করে না।

মা। আর ওপরেও বুঝি হুকুম চালাতে আরম্ভ করেছ?

লী। করব না? আমার দেওর আমি হুকুম চালাব না তো কি রাস্তার লোকে চালাবে?

মা। কিন্তু বাবুকে কিছু বললে মা বড় রাগ করেন।

লী। সে আমি বুঝব। তোমার সে ভাবনায় দরকার নেই। এখন বোতলটা খুলে ফেল, বাবার জল খাওয়া হয়ে গেল।
(মাধব খুলিয়া লীলাকে দিলেন।) বাবা আসছেন, তুমি একটু সরে যাও।

(মাধবের প্রস্থান ও রসময়ের প্রবেশ।)

রস। ওকি মা, ছিঃ ছি ওসব তোমার হাতে কেন?

লী। (মদ গেলাসে ঢালিয়া রসময়কে দিলেন।) এই নিন বাবা। আপনার যে অনেকক্ষণ খাওয়া হয় নি অসুখ করবে।

রস। বড় লজ্জা দিলি মা, বড় লজ্জা দিলি। আজ আমি বুঝতে পালুম আমি কি পশু। এই তোর মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—

লী। না বাবা, একেবারে খাবনা এমন প্রতিজ্ঞা করবেন না। অনেক দিনের অভ্যাস একেবারে ছাড়লে বড় অসুখ করবে। তার চেয়ে আমায় এই ভিক্ষা দিন যে আমি হাতে করে না দিলে আপনি খাবেন না।

রস। তাই হবে মা তাই হবে। বুঝেছি মা তোর হাতেই এই বুড়বাঁদর আবার মানুষ হবে। তুই যা তোর সামনে কিন্তু আমি খেতে পারব না।

লীলার প্রস্থান।

বেটী বোতলটা নিয়ে চলে গেল। (মদ্যপান) আঃ!

নেপথ্যে—রসময় বাড়ী আছ?

রস। আরে, কেও? বেহাই মশায়! ভিতরে এস, ভিতরে এস।

ধনপতির প্রবেশ।

ধন। এই যে রসময়, ভাই, আমায় মাফ করতে হবে।

রস। হঠাৎ?

ধন। সে দিন তোমার সঙ্গে বড়ই দুর্ব্যবহার করে ছিলুম।

রস। কবে? কোন দিন? কৈ মনে পড়ছে না ত।

ধন। আমার সেদিনকার দুর্ব্বাক্য ভীষণ সত্যে পরিণত হয়ে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে।

রস। দেখ ভাই তোমাদের পই পই বলি ফূর্ত্তি কর ফূর্ত্তি কর, তা তোমরা মাতাল বলে কথাটা গ্রাহ্যই কর না। কিন্তু খাঁটি খেয়ে আমি এই খাঁটি কথাটি আবিষ্কার করেছি যে ফূর্ত্তি কর্ত্তে জানলে রোগ শোক আপদ বিপদ কোন বেটাই কাছে ঘেঁসতে পারে না।

ধন। কিন্তু ভাই আজ আমাদের বড় বিপদ।

রস। সে তোমার বাড়ীতে, আমার বাড়ীতে আজ এমন সম্পদ যে তেমনটি আর কার ভাগ্যে কখন ঘটে নি।

ধন। তাহলে তুমি বুঝি সব কথা জান না তাই অমন বলছ?

রস। তুমিই সব কথা জান না তাই অমন বলছ। ও আবার কি?

ধন। আপাততঃ এইগুল রাখ, তোমার হয়ত দরকার হতে পারে।

রস। রামঃ! যার ঘরে মা লক্ষ্মী বাঁধা তার আবার টাকার দরকার! এস ত মা আমার, তোমার বাবার এই আক্কেলটা দেখ ত।

লীলার প্রবেশ ও প্রণাম।

ধন। এই যে লীলা! মা, তুই এখানে শুনেই ছুটে এসেছি। তোকে না দেখে আমি পাগলের মত থানায় ছুটে ছিলুম। ভাগ্যে সময় মত বেলায় চিঠি পেলুম, তাই আর কেলেঙ্কারীটা হল না।

লী। বাবা আমায় মাফ্ কর। আমার বড় দোষ হয়েছে।

ধন। না মা দোষ আমার—সব ভুল আমার—এই নেমা—এ তোর স্বামীরই উপার্জ্জন। হায়! মাধব, এ সময় তুই কোথায় রইলি।

মাধবের প্রবেশ ও প্রণাম।

মা। কেন কর্ত্তা মশাই, এই যে আমি রয়েছি।

ধন। অ্যাঁ এ কি স্বপ্ন!

রস। না সত্য।

ধন। ধন্য মঙ্গলময়।

বেলার প্রবেশ।

বে। জেঠামণি, আমি তবে একটা গান গাই। দিদি, তুমি কিন্তু বকো না ভাই।

গীত।

ধন্য ধন্য মঙ্গলময়! ধন্য ভগবান!
যাঁহার লীলায়, মরায় বাঁচায় দিয়ে নূতন প্রাণ।
দুঃখ দেখে কেঁদো নাগো,
অভাব ভেবে ভেবো নাকো,
দুঃখ অভাব ভবের স্বভাব, তাঁরি এ সব ভাণ।
দুঃখের মাঝে সুখ যে আছে, করনা সন্ধান।
মাধবের এই নাট্য লীলা—
নিত্য মানব মোহন লীলা
দেখ, দেখাও, স্ফূর্ত্তি জাগাও, বহাও হাসির বান।
ধন্য মাধব, ধন্য লীলা, ধন্য দয়াবান!

যবনিকাপতন।